পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুরের

ঊনষষ্টিতম আবির্ভাব-মহামহোৎসবে

কলিকাতা "শ্রীগৌড়ীয়মঠ" হইতে

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

৩ ফাল্গুন (১৩৩৯), ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৩)

আচার্য্য-পরিচয়

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আচার্য্য-পরিচয়
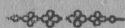
পরের প্রকৃত স্থায়ী উপকারের জন্য উৎকণ্ঠিত কে ?

দ্বীপান্তরের আব্‌হাওয়ায়—পারিপার্শ্বিকতায় অনাদিকাল ধরিয়া আপনাকে বিলাইয়া দেওয়ায় পূর্ণচেতনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেও যে মানবজাতির বিচার-আচার, ভাবনা-ধারণা, ভাষা-পরিভাষা, সমস্তই বিদেশীয় ভাবের নিকট পূর্ণপরাভব স্বীকার করিয়াছে—যে মানবজাতি কাল্পনিক ভাল-মন্দ-ধারণায় মস্‌গুল্ হইয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিচার করিতে বসিয়াছে, কে তাহাদের জন্য শত শত গ্যালন ভজনের চিন্ময় রক্ত জল করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন ? কে তাহাদের বাস্তব উপকারের জন্য পাগল হইয়াছেন ? সমস্ত কার্য্য ছাড়িয়া দিবারাত্র তাহাদের মঙ্গলের জন্য শত শত কৌশল আবিষ্কার করিতেছেন, এই মহাপুরুষ কে ?

গ্রাম্যকথা-সাহিত্যের যুগে অবিমিশ্র বৈকুণ্ঠ-কথা-সাহিত্য-বিতরণকারী কে ?

গ্রাম্যকথা, গ্রাম্য-সাহিত্য, গ্রাম্য-গীতি-প্লাবিত জগৎকে

অনাবিল অবিমিশ্র বৈকুণ্ঠ-কথা, বৈকুণ্ঠ-সাহিত্য ও বৈকুণ্ঠ-গীতিতে উদ্ভাসিত করিবার জন্য হরিকথার সহস্রমুখী প্রস্রবণ উন্মোচন করিয়াছেন কে ?—এই যুগে এই মহাপুরুষ কে ?

অবঞ্চক স্বচ্ছ গুরুর মূর্ত্তিতে প্রকাশিত কে ?

লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া গণগড্ডলিকার রুচির বাতাস যে-দিকে, সে-দিকেই একটুকু নূতন রকমারি পাল উঠাইয়া—নিশান উড়াইয়া 'কয়েকশত বৎসরের খোরাক দেওয়া'র 'ছেলে-ভুলান মোওয়া' বা 'কএক হাজার বছর এগিয়ে দেওয়া'র মাকাল ফলের লোভ দেখাইয়া ভোগা দেওয়ার কথা নহে। সমগ্র চেতন জগতের যাহা চিরন্তনী আকাঙ্ক্ষা—চরম সাধ্য, তাহার পথ রুদ্ধ করিবার জন্য যত রকমের প্রাচীর, পরিখা বা পর্দ্দা সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা খুলিয়া দিবার জন্য—তাহা খুলিয়া চেতনময় বাস্তব রাজ্যের অফুরন্ত শোভা দেখাইবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে যিনি ব্যগ্র, তিনি কে ? কল্যাণের খনির দ্বারের পথ রুদ্ধ করিয়া মোহন মূর্ত্তিতে যত প্রকারের অস্বচ্ছ (opaque) বাধকগুলি আসিতে পারে, সেইগুলিকে সরাইয়া স্বচ্ছ (transparent) গুরুর মূর্ত্তি—যাঁহার মধ্য দিয়া সরাসর কল্যাণের খনির অমূল্য রত্নভাণ্ডার অবিকৃতভাবে দেখা যায়, সেইরূপ গুরুর মূর্ত্তি প্রকট করিয়া বিরাজমান কে ?

আত্মমঙ্গলবরণে অনিচ্ছুক জগতের প্রতি অযাচিত অহৈতুক কৃপাময় কে ?

পশুচিকিৎসক যেমন সজোরে পশুর মুখ ফাঁক করিয়া পশুকে ঔষধ খাওয়াইয়া দেয়, তেম্‌নি বিমুখ মানবজাতিকে নানা কৌশলে হরিকথা-মহৌষধি পান করাইবার জন্য—শ্রুতির কথা শুনিবার উপযোগী কর্ণবেধ করাইবার জন্য দিবারাত্র চিন্তিত কে ?

বিবিধ কপটতা-রোগের নিদান-নির্ণয়কারী সদ্‌বৈদ্য

যে মানবজাতি ভাবিয়া রাখিয়াছে, পরম প্রয়োজনের কথায় তাহাদের মুখ্যভাবে কোন প্রয়োজন নাই, আপাত প্রয়োজন-সিদ্ধির টোপ-গিলাই তাহাদের প্রয়োজন, গণ্ডারের চামড়ার মত মানবজাতির যে বিমুখতার নিকট সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, সেই মানবজাতির স্থূল-সূক্ষ্ম চামড়ার অভিমান একমাত্র হরিকথা-কীর্ত্তনাস্ত্রের দ্বারা ভেদ করিয়া কে তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে চেতনের বাণী সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহিতেছেন ? যে মানবজাতির অন্তরের অন্তঃপুরে অসূর্য্যম্পশ্যার মত কপটতা-কামিনী সদলে সম্রাজ্ঞী হইয়া বিহার করিতেছে—দুরন্ত অনর্থরোগের বিষাক্ত বীজাণুগুলি চিত্তরাজ্যকে জয় করিয়া সাম্রাজ্য-সিংহাসন স্থাপন করিয়াছে,

সেখানে বৈকুণ্ঠের রঞ্জন-রশ্মি (X-ray) দ্বারা কপটতার বিবিধ জ্বলন্ত মূর্ত্তিগুলিকে প্রকাশ করিয়া দিতেছেন কে? মানবজাতির কপটতার ক্ষয়রোগের চিকিৎসায় অভিজ্ঞ অব্যর্থ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক কে?

শ্রবণ-বিমুখ মানবজাতির সাধারণ ভ্রমরাশির অদ্বিতীয় চিকিৎসক

বিমুখতার ঝাপ্‌টা বাতাস লাগিয়া মানবজাতির কাণ কালা হইয়াছে। কালার নিকট যেমন শ্রবণীয় বিষয় ও শ্রবণ-কার্য্যের আদর নাই, কালার কাছে যেমন সৎকথা ও অসৎকথা—উভয়ই সমান, সুমধুর সঙ্গীত ও গর্দ্দভের গীত —উভয়ই এক, তেমনই শ্রুতির উপদেশ-শ্রবণের পথ পরিত্যাগ করিয়া অথবা চোখের ভাল-মন্দ-দেখা বা মনের ভাল-মন্দ-লাগার অভিজ্ঞতাকেই শ্রুতির কথা ভাবিয়া মনের ভাল-মন্দ-রুচির রঙ্গের চশমায় শ্রুতিকে মাপিয়া লইয়া আপনাদিগকে সবজান্তা মনে করিয়াছে,—কালার ন্যায় সকলই সমান—সব কথাই এক; এইরূপ তথাকথিত সমন্বয়বাদের বিরাট্ বৌদ্ধস্তূপ গণগড্ডলিকার চোখের ক্ষুদ্র গোলককে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—একমাত্র অদ্বিতীয় সত্যসূর্য্যকে দেখিতে দিতেছে না। সত্যের পথ যে এক অদ্বিতীয়, পূর্ব্বদিক্—একটী মাত্রই দিক্,—পশ্চিম, উত্তর

বা দক্ষিণ—'পূর্ব্বদিক্' নহে, এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি প্রভৃতি বলিয়া যে মানবজাতির শতকরা শতজন ব্যক্তিকেই গ্রাস করিয়াছে অর্থাৎ ভক্তির পথই একমাত্র পরম প্রয়োজনের পথ, কীর্ত্তন-পথই একমাত্র পরম প্রয়োজন-পথের সাধন ও সিদ্ধি, ইহা যে গণ-গড্ডলিকতার রুচিতে 'সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা' বলিয়া বিবেচিত হইতেছে—বিভিন্ন দোকানী তাহাদের নিজের নিজের জিনিষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করায় যে অন্যায় গোঁড়ামি বা সঙ্কীর্ণ অপসাম্প্রদায়িকতা উপস্থিত হইয়াছে, সেই দূষিত ব্যাধিটী প্রকৃত সত্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া ঐ ব্যাধিগুলিরই অন্যতমরূপে একমাত্র সত্যপথকে খাড়া করিবার 'যে চেষ্টা—সংখ্যাধিক্যের গলাবাজির চাপে অদ্বিতীয় পরম সত্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়া পরম মঙ্গলের পথ হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য যে মানবজাতির লক্ষ অশ্বগতিতে দৌড়—সংখ্যাধিক্যের অনুপাতে সত্য পরিমাপ করিবার যে কম্পাসের কাঁটা মানবজাতি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে মানবজাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য—গণবাদের ঐরূপ অসংখ্য সাধারণ ভ্রমগুলিকে (common errors) বিদূরিত করিয়া ঐকান্তিক সত্যে মানবজাতির নির্ম্মল চেতনকে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য

কাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা অকৃত্রিম-ভাবে ব্যাকুল, অহৈতুকভাবে উৎকণ্ঠিত ? সেই মহাপুরুষ কে ?

অবৈধ আনুকরণিক বৃত্তির কুঠার-স্বরূপ

পরম সত্যের প্রতি মুখভেঙ্‌চানই যে যুগের যুগধর্ম্ম, বাস্তব পরমেশ্বরকে পরমেশ্বররূপে প্রচারিত দেখিয়া অনীশ্বরকেও পরমেশ্বররূপে সাজাইবার জন্য যে যুগ প্রতিযোগী, একমাত্র স্বপ্রকাশ পরমপুরুষ কৃষ্ণের জন্মতিথি 'জয়ন্তী'-নামে খ্যাত বলিয়া মাংসপিণ্ডের—রামা-শ্যামা বা জগতের জন্ম-মরণশীল হোম্‌রা-চোম্‌রা ব্যক্তিগুলির কর্ম্মফলভোগের জন্মদিনকে 'জয়ন্তী' প্রভৃতি বলিয়া বানরের ন্যায় ভগবানের প্রতি মুখ-ভেঙ্‌চাইবার যে প্রবৃত্তি, তাহা ছেদন করিতে কাঁহার জিহ্বা তীক্ষ্ণ তরবারির ন্যায় সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে ?

অকৈতব সত্যকথা-প্রচারে নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতা

মহামনীষী শঙ্কর অদৈবমোহন করিবার জন্য পদ্মপলাস-লোচন বিষ্ণুর মুখারবিন্দকে বানরের পশ্চাৎদেশের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন দেখিয়া তাঁহার মন্ত্রে যাহারা নানাভাবে বিপথগামী হইয়াছে, তাহারাই নানাভাবে পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে মুখভঙ্গি করিতেছে, বিষ্ণুর সহিত আপনাদিগকে

সমান মনে করিতেছে, আপনাদিগকে বিষ্ণুর প্রতিযোগী কল্পনা করিতেছে, ইহা হিমালয়ের সহিত লোষ্ট্রখণ্ডের পাল্লা দিবার চেষ্টা বা ততোধিক বাতুলতা নহে কি ? এই কথা কোটিজিহ্বায় বজ্রনির্ঘোষে কে জানাইয়াছেন ? এত বড় নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতা কাঁহার বাণীতে প্রকাশিত ?

সত্যকথা মনোধর্ম্মের প্রচলিত কথার সম্পূর্ণ বিপ্লবী

জগতের মনোধর্ম্মী অসংখ্য লোক যাহাকে ভাল বা মন্দ বলিয়া ঠিক দিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বাস্তব সত্য—তাহার সম্পূর্ণ বিপ্লবী পরম সত্য,—ইহা নির্ভীক কণ্ঠে সিংহরবে অনুক্ষণ প্রচার করিতেছেন কে ?—সেই মহাপুরুষ কে ?

অকৃত্রিম হরিকথা-বিস্তারের প্রতি মানবজাতির স্বাভাবিক বিরোধ-চেষ্টায় প্রবল অভিযান

বৈষ্ণবধর্ম্ম দেশ ও জাতিকে নির্বীর্য্য ও নিষ্কর্ম্মা করিয়া দেয় ; হরিকথা-প্রচার নিরর্থক ; কাহাকেও কখনও জোর করিয়া ধর্ম্মপথে আনা যায় না ও আনাও উচিত নহে ; অথবা হরিকথা-প্রচার—বিষয়-চেষ্টারই অন্যতম ; তাহা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-কামনারই কারখানা—বিমুখ মানবজাতির

হরিকথাকে পৃথিবী হইতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠাইবার এইরূপ সমবেত চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান আনয়ন করিয়াছেন, এই যুগে কে ?

কপটতার মূলোচ্ছেদকারী

হরিকথা কোনভাবে জগৎ হইতে দূরে থাকিলে অথবা হরিকথার মুখোসপরা ছলনাময় গ্রাম্যকথাগুলি জগতে প্রচারিত থাকিলে পরম মঙ্গলকে নির্ব্বাসিত করা যায়—মানবজাতির এই গুপ্ত আত্মহত্যার চেষ্টাকে বৈকুণ্ঠরাজ্যের অদ্বিতীয় গোয়েন্দার ন্যায় ধরিয়া ফেলিয়াছেন কে ? আজ উহাদের গুপ্ত প্রবৃত্তি—উহাদের আপনাদিগকে লুকাইয়া রাখিবার কলকৌশল বাহির করিয়া হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন কে ?

নির্বীর্য্য বা নপুংসক কাহারা ?

কে আজ সহস্র জিহ্বায় উচ্চকণ্ঠে জানাইয়াছেন,—যাঁহারা বিষ্ণুর বীর্য্যের নিত্যত্ব স্বীকার করেন, যাঁহারা সমস্ত বীর্য্যবান ও বলবানগণের মূল পুরুষ বলদেবের উপাসনা করেন, তাঁহারা নির্বীর্য্য,—না যাঁহারা ক্লীবব্রহ্মে আপনাদের অস্তিত্ব ধ্বংস করিতে চাহেন—যাঁহারা কল্পিত জড়শক্তির উপাসনা করিয়া সেই শক্তির সাময়িক শক্তি-

মত্তাটুকুকেও পরে ভাঙ্গিয়া ফেলেন, তাঁহারা নির্বীর্য্য ? যাহারা সর্ব্বচেতনের আধার বলদেবের নিত্যরমণক্রিয়া স্বীকার করে না, তাহারা নপুংসক, প্রকৃতির নফর,—না যাহাদের সেবা-বলে ত্রিবিক্রম চিরবাধ্য হইয়া থাকেন, যাহাদের নিকট অজিত চিরজিত হন, সেই বলী বা বলির আদর্শে অনুপ্রাণিত আত্মা নির্বীর্য্য ? পুরুষোত্তমের এই সকল সেবক ক্লীব, নপুংসক,—না যাহারা রক্ত-মাংসের তেজে স্ফীত, উত্তেজিত হইয়া শুক্রাচার্য্যের নীতির আদর্শে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের দাস, ত্রিবিক্রমকে তাহাদের প্রতিযোগী অংশীদার, ত্রিবিক্রমকে নিঃশক্তিক, নির্ব্বিশেষ ও নপুংসক করিবার পক্ষপাতী, আপনাদিগকে নপুংসকত্বে বা প্রকৃতিতে লয় করিবার সাধনায় ব্যস্ত, তাহারা নির্বীর্য্য ? "সমশীলা ভজন্তি বৈ"—ন্যায়ানুসারে যিনি যেমন, তিনি তেমন বস্তুরই উপাসনা করেন। যাহারা নপুংসক ব্রহ্মে বা নির্ব্বিশেষে আত্ম-লয় বা প্রকৃতির যূপকাষ্ঠে আত্মহত্যা করিবার জন্য সতত ব্যস্ত, তাহারা কি নির্বীর্য্য নহে ? নপুংসক বা প্রকৃতিলয়ের বধ্যভূমিকা হইতে মানবজাতিকে—সমগ্র চেতন জগৎকে টানিয়া আনিবার জন্য বর্ত্তমান যুগে কাঁহার বীর্য্যবতী বাণী অবিরাম অনর্গল নিযুক্ত রহিয়াছে ? কাঁহার বাণী ত্রিবিক্রমের চেতনশক্তির কথা অনুক্ষণ বহন করিয়া

নপুংসক ব্রহ্ম বা প্রকৃতিলয়ের যূপকাষ্ঠ হইতে তথাকথিত মনীষার অভিমানে দৃপ্ত অসংখ্য মস্তিষ্ককে রক্ষা করিতেছেন? বলদেবের দ্বিতীয় তনু পরদুঃখদুঃখী সেই মহাপুরুষ কে?

ক্লীবধারণার বিষাক্ত বায়ু

মরুসাগরের প্রান্ত হইতে যে একটা ক্লীব ধারণার বিষাক্ত হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আর যেই বিষাক্ত হাওয়া টাইফুনের (typhoon) মত মায়ামরীচিকায় লুব্ধ মানবজাতির মনীষাকে অসার ও বিষজর্জ্জরিত করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলিয়াছে, আর ক্লীবত্ব ও প্রকৃতি-বশ্যত্বকে যাহা পুরুষত্ব বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়াছে, সেই সর্ব্ব-গ্রাসী বিষাক্ত বায়ুর প্রবল ঝড় হইতে সমগ্র মানবজাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য কে এই জগতে শ্রীচৈতন্যকথামৃতের বৃষ্টির ধারা বর্ষণ করিতেছেন? সেই মহাপুরুষ কে?

স্থূল ও সূক্ষ্ম হিংসা

পাশব বলই কি বল? হাতী, বাঘ হওয়াই কি মানবের চরম কাম্য? আর ঐ সকল হিংস্র জন্তুর স্থূল হিংসাবৃত্তি হইতে অধিকতর সূক্ষ্ম হিংসার প্রতীক নপুংসকতা লাভ করাই কি চেতনের শেষ সিদ্ধি?

সমগ্র ষড়ৈশ্বর্য্যের মূল মালিকেই একমাত্র বৈরাগ্যের সমন্বয়

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

এই শাস্ত্রবাণীতে ভগবানের 'ভগ' বা ষড়ৈশ্বর্য্যের যে কথা বলা হইয়াছে, তাহার **সকলের শেষে 'বৈরাগ্য'** ও **মধ্যে 'শ্রী'**র কথা। বৈরাগ্য জিনিষটী নিষেধ-সূচক (negative), তাহা পরমৈশ্বর্য্যবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানেই যুগপৎ সমন্বিত হইতে পারে। কিন্তু 'শ্রী' সকলেরই মধ্যে থাকিয়া সকল ঐশ্বর্য্যকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। যাহারা ভগবানের সেই পাঁচটী ঐশ্বর্য্যকে একেবারে রদ করিয়া দিয়া অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞানকে বাদ দিয়া কেবল বৈরাগ্যের আধারে ভগবান্‌কে কয়েদী করিতে চাহেন—নপুংসক করিতে চাহেন, নপুংসকের উপাসকসূত্রে তাহারাই নপুংসক, নির্বীর্য্য,—না সমগ্র ষড়ৈশ্বর্য্যের মালিক পুরুষোত্তমের উপাসক ভগবদ্ভক্তগণ নির্বীর্য্য?

প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন বেদবিরোধি-মতদ্বয় —বৌদ্ধবাদ ও কেবলাদ্বৈতবাদ

নপুংসকত্বই যাহাদের শেষ কাম্য, তাহাদের আর এক

ভাই শূন্যবাদী বা প্রকৃতিলয়বাদী। এক ভাই প্রকাশ্য শ্রুতি-বিরোধী—বেদবিরোধী বৌদ্ধ। আর এক ভাই মুখে "বেদ মানি" বা "আমিই প্রকৃত বৈদান্তিক" এইরূপ গলাবাজী করিয়া প্রচ্ছন্ন বেদ-বিরোধী বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের কেবল বৈরাগ্যকে গ্রহণই একদেশী নির্ব্বিশেষ মতবাদ

ভগবানের সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র কীর্ত্তি, সমগ্র শোভা ও সমগ্র জ্ঞানের চমৎকারিতা বাড়াইবার জন্য বিরহ যেমন সম্ভোগের পুষ্টি করে, তেমনই পাঁচপ্রকার ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তাহাদের অভাব বা নিষেধ-সূচক 'বৈরাগ্য' আলিঙ্গিত আছে। কিন্তু যাহাদের চমৎকারিতা বৃদ্ধির জন্য 'বৈরাগ্য', তাহাদিগকেই বাদ দিয়া কেবল বৈরাগ্য বা নিষেধ-সূচক বিশেষণটীকে প্রবল করিবার যে চেষ্টা—ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-যশঃ-শ্রী-শোভা-জ্ঞান—সকলকে আটক করিয়া কেবল বৈরাগ্যের মধ্যে ভগবান্‌কে টানিয়া আনিয়া ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্য চোখ মুখ, নাক, কাণ—সকলকে কাটিয়া ফেলিয়া নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক, নপুংসক করিবার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, মানব-জাতির মেধাকে চীনদেশীয় প্রাচীরের মত বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, মায়াদেবীর সেই দুর্গকে যাঁহার হরিকথার কীর্ত্তন-কামান ভাঙ্গিয়া দিতেছে ও 'রসো বৈ সঃ' শ্রুতির প্রতিপাদ্য

আনন্দলীলাময়-রসবিগ্রহ লীলাপুরুষোত্তমের শ্রীপাদপদ্মের শোভার মধুরিমা জানাইয়া দিতেছে, সেই মহাপুরুষ কে?

কৃষ্ণই মূল বিশেষ্য শব্দ—পরমেশ্বর বাচক; অন্যান্য শব্দ ন্যূনাধিক বিশেষণ-বাচক

জগতে বিশেষ্য বস্তুর হেয়তা দেখিয়া মানবজাতির মনীষা যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাতে মানবজাতি বিশেষ্যবস্তুকে ব্যক্তিগত সম্বন্ধযুক্ত ও সংকীর্ণ মনে না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। আর বিশেষণ বস্তুকে ব্যক্তিগত গন্ধহীন মনে করিয়া উহাকে সাধারণ বা সার্ব্বজনীন মনে করিতেছে। 'ব্রহ্ম' 'পরমাত্মা', 'পরমেশ্বর', 'God', 'আল্লা' এই সকল বিশেষণ-জাতীয় শব্দ। কিন্তু কৃষ্ণ বিশেষ্য শব্দ, 'কৃষ্ণ' শব্দে ব্যক্তিগত বিচার পূর্ণভাবে আলিঙ্গিত রহিয়াছে। জগতের ব্যক্তি বহু ও অপূর্ণ। জগতের একব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অপর ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক্ বা গণ্ডীদেওয়া। To carry (ashes) or (burnt) coal to New Castle (কয়লার রাজ্য নিউকাসেলে অন্যস্থান হইতে পোড়া কয়লা বা ছাই লইয়া যাওয়া) এর ন্যায় মানবজাতি যখন জগতের ব্যক্তিত্বের ধারণাকে বহন করিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যাইবার চেষ্টা দেখায়, তখনই মনে করে,—কৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করিলে গণ্ডী আসিয়া পড়িল—ব্যক্তিগত

কথায় পরিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে হইল, তাহাতে অপরের ব্যক্তিত্ব বাদ পড়িয়া গেল। কিন্তু 'ব্রহ্ম', পরমাত্মা', 'পরমেশ্বর'—এই বিশেষণবাচক শব্দগুলিতে সেইরূপ বাদ পড়ে না। একমাত্র পরম বিশেষ্য কৃষ্ণ-শব্দ-সম্বন্ধে মানবজাতির এই সর্ব্বগ্রাসী ভ্রান্ত ধারণার মূলে আগুন লাগাইয়াছে কে? পূর্ণতম-পুরুষ কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বে অপর সকল ব্যক্তিত্ব, সকল আপেক্ষিক বিশেষ্যের যাবতীয় অসম্যক্ ও আংশিক বিশেষণ পূর্ণমাত্রায় ক্রোড়ীভূত ও সার্থকতা-মণ্ডিত, ইহা জ্বলন্তভাষায় জানাইয়াছেন কে?

পরমেশ্বরের বাস্তব স্বরূপ ও ব্যষ্টি বা সমষ্টি জীবের কল্পিত ঈশ্বর

"তিনি যেমনটী তেমনই তিনি" ("as He is"), আর আপাত যেরূপ প্রতিভাত হন বা একজন মানুষ বা বহু মানুষ বা জীব ভগবান্‌কে যেরূপভাবে দেখে, কল্পনা বা অনুমান করে (as He appears or as He is conceived by a man or men)—এই দুইয়ের মধ্যে "তিনি যেমনটী তেমনই তিনি"—এই স্বপ্রকাশ স্বরূপের কথা মানবজাতি পরিহার করিয়াছেন, "তিনি যেমনটী তেমন"---ইহাকে সাম্প্রদায়িকতা মনে করিয়া আপাত দর্শন বা এক ও বহুমানবের কল্পনা ও অনুমানের আঁকা রূপকেই "যত মত তত পথ"

বলিয়া উদারতা ও তথা-কথিত সমন্বয়বাদের এক ধূয়া গান ধরিয়াছে, এই সর্ব্বগ্রাসী ভ্রান্ত মত হইতে মানবমেধাকে —গণমেধাকে বিমুক্ত করিবার জন্য "তিনি যেমনটী তেমনই তিনি", তিনি স্বপ্রকাশ, তাঁহার স্বতঃকর্ত্তৃত্ব আছে, তিনি নব নব পূর্ণচেতন বিলাসময়, তিনি মানবের কল্পনার কারাগারের আসামী নহেন, আপাত প্রতীতি দেখিয়া মানব তাঁহার সম্বন্ধে যাহা ঠিক করিবে, বহুলোক একমত হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে যাহা ভাবিবে, বহুলোক যেরূপ ভোট দিবে, ভগবান্‌কে সেইরূপ ভোটের অধীন হইতে হইবে,—এই যে এক সাধারণ ভ্রম মহামারীর ন্যায় মানবমেধাকে আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বর্ত্তমান যুগে, বাণীতে, লেখনীতে, আদর্শে কে অনুক্ষণ সহস্রমুখী চেষ্টা করিতেছেন?

জগতের বহুর আনুমানিক মত ও অদ্বয়জ্ঞানের নিজস্ব বাস্তব প্রকাশ, কোন্‌টী সত্য?

তিনি আপাত প্রতীতিতে যাহা অথবা বহুদ্বারা কল্পিত বহুরূপে যাহা, তাহার মধ্যে যে একটা সাময়িক বোঝাপড়া করিয়া গোঁজামিল, তাহাতে সায় দিলে যে লোকপ্রিয়তার ভেট পাওয়া যায়—বহুলোকের প্রশংসার ডালি উপহার পাওয়া যায়, আর "যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।

তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥” অর্থাৎ “as He is” “তিনি যেমন তেমনই তিনি” বলিলে জনপ্রিয়তার রুচিতে যে লগুড়াঘাত পড়ে,—এই দুই সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া একমাত্র সত্যানুসন্ধানের মন্ত্রেই দীক্ষিত হইবার জন্য কাঁহার বাণী নিশিদিন মানবজাতিকে প্ররোচিত করিতেছেন ?

সদ্‌বৈদ্য

রোগীর নির্দ্দেশ-অনুসারে ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা না করিয়া রোগীর গগনভেদী প্রলাপ সত্ত্বেও—একান্ত মঙ্গলকামী বৈদ্যকে শত্রুজ্ঞানসত্ত্বেও রোগীর রোগ দূর করিবার জন্য কে অনুক্ষণ হরিকথামৃত-ঔষধ পান করাইয়া থাকেন ? লোক-প্রিয়তার অন্তরালে যে লোকবঞ্চনারূপী তক্ষক লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহার গুপ্ত ও মারাত্মক দংশন হইতে লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য কোন্ বৈদ্যের কীর্ত্তনমন্ত্রমহৌষধি অনুক্ষণ গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় অকাতরে বিতরিত হইতেছে ?

পরমেশ্বর জীবের মনীষার কারাগারের আসামী নহেন

যাঁহারা আপনাদিগকে খুব বুদ্ধিমান্, প্রতিভাশালী, মহামনীষী প্রভৃতি মনে করেন এবং জগতের সকল বস্তুকে তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা বা মনীষার তোলদণ্ডে আটক করিতে পারেন জানিয়া জগতের অতীত পরমেশ্বর বস্তুকেও তাঁহাদের

মনীষার কারাগারে দণ্ডিত করিতে ধাবিত হন, শতকরা শতসংখ্যক মানবের এই প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য প্রবৃত্তি নিরোধ করিবার জন্য কাঁহার বাণীরূপা অসি সতত উন্মুক্ত রহিয়াছে ?

পরতত্ত্ব ঐতিহাসিক, রূপক বা সূক্ষ্মভাব-মাত্র নহেন অথচ ঐসকল বিচার হেয়তা-বর্জ্জিত হইয়া মানব-ধারণার অতীতরাজ্যে তাঁহাতেই সুসমন্বিত

যাঁহারা সূর্য্যকে সায়ংকালে অস্তমিত ও প্রাতঃকালে উদিত দেখিয়া সূর্য্যের দ্বারাই সাধিত ঐতিহাসিক কালের মধ্যে সূর্য্যের মৃত্যু ও জন্ম বিচার করিয়াছেন, সেই প্রত্যক্ষ-প্রতারিত বিচারক-সম্প্রদায় কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক পুরুষ বা জন্ম-মৃত্যুর অধীন বস্তুরূপে যে ধারণা করিয়াছেন এবং সেই ধারণা হইতে অনুমানকে ব্যাপ্ত করিয়া চরমে পরতত্ত্বকে যে নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নপুংসক বলিয়া বিচার করিতেছেন, কিম্বা ঐরূপ কল্পিত ঐতিহাসিক বস্তুকে রূপক কল্পনা করিয়া concreteকে abstract করিতে চাহিতেছেন, মানবমনীষা ও প্রত্যক্ষজ্ঞানের এই গোলামী হইতে কাঁহার বিচার, সিদ্ধান্ত, ভাষা, পরিভাষা প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগে মহা বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে ? কে তাহাদিগকে তার-স্বরে জানাইয়াছেন,—কৃষ্ণসূর্য্য নিত্য, তাঁহার প্রকট-অপ্রকট

লীলা নিত্য? ওহে চতুর্ব্বিধ ভ্রমে পতিত জীব, তোমাদের মনীষারলণ্ঠন জ্বালিয়া কিম্বা তাহার প্রতিযোগী তদপেক্ষা অধিকতর মনীষার অসংখ্য বৈদ্যুতিক বাতি একত্রিত করিয়া সূর্য্য দেখিতে যাইও না, তোমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। রাত্রি-কালে সূর্য্য ধ্বংস হইয়াছে,—এরূপ কল্পনা করিও না। তোমার ক্ষুদ্র চক্ষুর আড়ালে সূর্য্য অস্তগত হইয়াছে দেখিয়া সূর্য্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করা তোমার মূর্খতা মাত্র। আর সূর্য্য তোমার চক্ষের নিকট যখন আসিয়াছে, তখনই সূর্য্যের জন্ম হইয়াছে, কৃষ্ণসূর্য্য কোন বিশেষ কালে সৃষ্ট হইয়াছেন মনে করিয়া ঐতিহাসিক কালের হেয়তার আড়াল কৃষ্ণ-সূর্য্যের উপর চাপাইবার অভিপ্রায়ে তোমার ক্ষুদ্র চক্ষু-দুইটীকে ঢাকিয়া ফেলিও না। আবার ইতিহাস পরমেশ্বরের চাকুরী করিতে পারে না, ইতিহাস তাহাতে সমন্বিত হইতে পারে না,—এরূপ ক্ষুদ্র অনুমানও পোষণ করিতে যাইও না। কৃষ্ণসূর্য্যের বস্তুত্ব অস্বীকার, কৃষ্ণসূর্য্যের পরিভ্রমণলীলা অস্বীকার করিয়া বস্তু বা লীলাকে কেবল রূপক করিতে চাহিলেও তোমার মনীষা প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রতারিত হইল। ইহা ধরিবার মত মনীষাটুকু যদি তোমার না থাকে, তাহা হইলে তুমি কিসের মনীষী? তাহা হইলে ভারবাহী মহিষের বুদ্ধির সহিত কি মানব-

জাতির মনীষাকে সমান করা হইল না? তুমি সার গ্রহণ কর। ইতিহাস ও রূপক—সমস্তই স্বপ্রকাশ স্বরাট্ কৃষ্ণসূর্য্যের চাকুরী করিতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। মানবজাতির নিকট বারংবার নানা ভাষার মধ্য দিয়া ইহা কে জানাইয়া দিতেছেন? গীতার—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং" শ্লোক আমরা কত বারই না আবৃত্তি করি! কিন্তু তাহার মর্ম্ম আমাদের চেতনের বৃত্তিতে প্রবিষ্ট না হইয়া জলের উপর দাগের ন্যায় কেবল দৈহিক যন্ত্রে আঘাত করিয়াই বিলীন হইয়া যায়। গীতার সেই বাণীবর্ত্তিকাকে উজ্জ্বল করিয়া কে আমাদের হৃদয়ে সত্যের আগুন ধরাইয়া দিবার জন্য সহস্রভাবে আয়োজন করিয়াছেন?

শ্রুতির মন্ত্র—"জ্যোতিঃ অপসারিত করিয়া মূলবিগ্রহ দর্শন করাও"

প্রত্যক্ষ দৃষ্টি সূর্য্যের কিরণমালা ভেদ করিয়া সূর্য্যের বিগ্রহকে দর্শন করিতে পারে না, সূর্য্যকে নির্ব্বিশেষ—নিরাকার ভাবিয়া বসে। শ্রুতির বাণী "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তৎ ত্বং পূষণ্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।।" প্রত্যক্ষজ্ঞানকে নিরাস করিয়া আবরণ ভেদ-পূর্ব্বক বিগ্রহবান বস্তুকে দেখিবার জন্য যে স্তব করিয়াছেন,

তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করাইবার জন্য কাঁহার চেতনময়ী বাণী সর্ব্বদা নিযুক্ত রহিয়াছেন ?

প্রত্যক্ষের হাটে সমস্তই বিপরীত

প্রত্যক্ষের বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বোকামী, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনীষা, ইন্দ্রিয়ের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অধীনতা পরম স্বাধীনতা, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গোঁড়ামী, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদারতা বলিয়া সর্ব্বজন-প্রিয় পণ্যদ্রব্যরূপে সজ্জিত রহিয়াছে, আর ইন্দ্রিয়-লোলুপ ক্রেতা গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসাইয়া ঐ সকল বস্তু লুফিয়া লইতেছে, সেই স্রোত হইতে মানবজাতিকে ফিরাইবার জন্য একমাত্র কাঁহার চেষ্টা এই যুগে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছে ? সেই মহাপুরুষ কে ?

পরমার্থের সহিত জগতের পন্থানীতি

জগতের মানবজাতি পরমার্থের সহিত পন্থানীতি অবলম্বন করিয়াছে। কংসের মা মুখরা বুড়ী পন্থার মাথায় প্যাঁচ এমনি ছিল যে, সে মনে করিত, "ফেল কড়ি মাখ তেল" নীতি যখন জগতের সর্ব্বত্রই প্রচলিত, তখন কৃষ্ণকে ও সেইরূপ জমা-খরচের জাঁতাকলে ফেলিয়া কৃষ্ণ হইতে যদি কিছু রস দোহন করা যায়, অর্থাৎ ব্রজবাসীরা বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণের প্রতিপালন ও খোরাক বাবত যতটা খরচ

করিয়াছে, আর কৃষ্ণ তাহাদের জন্য যতটা কাজ করিয়া দিয়াছে, তাহার একটা খতিয়ান প্রস্তুত হউক এবং ব্রজবাসিগণের যদি কিছু প্রাপ্য থাকে, তাহা মিটাইয়া দেওয়া যাক্। ইহাই পন্থানীতি। এই নীতি জগতের প্রায় শতকরা শতজন লোকের মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া রহিয়াছে। মানবজাতি পরমার্থ বা সাধুর সহিত এইরূপ সম্বন্ধই রক্ষা করিতে চাহিতেছে। এই পন্থানীতির কারাদণ্ড হইতে উদ্ধার করিয়া স্বরাট্ কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ ভোগের জন্যই সমগ্র মানবজাতির,—মানবজাতির কেন, সমগ্র জৈব জগতের সমস্ত অর্থ-বিত্ত-চিত্ত-শক্তি অনুরক্তি। ইহা কাঁহার বাণী বজ্রনির্ঘোষে জানাইয়াছেন ?

মুক্তি-সম্বন্ধে জগতের বিকৃত ধারণা

মানুষকে সাময়িক দেশ, সাময়িক কাল ও সাময়িক পাত্রের পেষণ হইতে মুক্তি-প্রদানের আলেয়ার পশ্চাতে ধাবিত করাইয়া বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের সহস্র কামনার দাস করিয়া রাখাই যে জগতে স্বাধীনতার আদর্শ, আর যে আদর্শের প্রতি জগতের যাবতীয় মনীষী ও বুদ্ধিমান্ নামে পরিচিত ব্যক্তি সম্মিলিত রাগিণীতে দোহার দিতে প্রস্তুত, সেই সম্মিলিত রাগিণীর মধ্যে কাঁহার উদাত্তগম্ভীর দীপক রাগ বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে ?

প্রচলিত পরিভাষায় জগতে বিপ্লব ও ঐ সকলের প্রকৃত রূঢ়ি

জগতের সমগ্র মনুষ্যজাতি "পরোপকার", "পরার্থিতা", "নীতি", "ধর্ম্ম", "সেবা", "মুক্তি", "সাধনা", "যোগ", "ভক্তি", "প্রেম", "বিদ্যা", "সত্য", "সমন্বয়", "উদারতা", "বৈষ্ণবতা", "দৈন্য", "সুখ", "দুঃখ", "উন্নতি", "অবনতি", "স্বদেশপ্রিয়তা", "স্পৃশ্যতা", "অস্পৃশ্যতা", "প্রকৃতিজন", "হরিজন", প্রভৃতি বিষয়-সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়া রাখিয়াছেন, অথবা এই সকল পরিভাষা সাধারণের নিকট বহির্ম্মুখতার যে-সকল বৃত্তি লইয়া প্রচারিত এবং তাহা দ্বারা মানবজাতির বুদ্ধি যতটুকু আটক হইয়াছে, তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে কাঁহার বিপ্লবী বাণী ? কৃষ্ণকীর্ত্তনের সপ্তজিহ্বাবান অগ্নিতে পরিশুদ্ধ করিয়া কে ঐ সকল শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয়সমূহ একমাত্র কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিবার আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছেন ?

জগৎ হইতে মাধূকর ভৈক্ষ্য সংগ্রহের আদর্শ

বিষয়ীর অর্থকে কাণাকড়ি জানিবার আদর্শ দেখাইয়া অথচ বিষয়ীর নিকট গচ্ছিত কৃষ্ণেরই সম্পত্তি মধুকরের পুষ্পসার-সংগ্রহের ন্যায় অসংস্পৃষ্টরূপে কৃষ্ণসেবার জন্য গ্রহণ করিয়া—সমগ্র জগতের সমগ্র বিষয়-চেষ্টা, মনীষা, বুদ্ধিমত্তা

পণ্ডিত্য বা কৃষ্টিরসারভাগ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার আদর্শ অদ্বিতীয়রূপে এই যুগে দেখাইয়াছেন কে ?

প্রত্যেক স্থান-কাল-পাত্রকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ-করণ

চোখের কামুকতায় মত্ত অর্থাৎ একমাত্র জড়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই সত্য বলিয়া ধারণাকারী ব্যক্তিগণ বা ভোগের টোপগেলা-সম্প্রদায় তাহাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া হইতে "প্রতিষ্ঠা—কাকবিষ্ঠা", "কামিনী—বাঘিনী", "অর্থ—অনর্থের মূল" প্রভৃতি যে-সকল নীতির সৃষ্টি করিয়া জগতে বহুল প্রচার করিয়াছে, সেই গণপ্রিয় নীতিসমূহকে বিপর্য্যস্ত করিয়া কৃষ্ণনাম-প্রচারের অর্থ কিরূপে পরমার্থ প্রসব করে, কৃষ্ণ-সেবার প্রতিষ্ঠা কিরূপে সত্য-নিষ্ঠারই দ্বিতীয় মূর্ত্তি, কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত কামিনীগণ কিরূপে ভোগ-বুদ্ধির পরিবর্ত্তে অকপট গুরুবুদ্ধির পাত্র, তাহা ভোগ-সর্ব্বস্ব, আর তাহার প্রতিযোগী ত্যাগসর্ব্বস্ব—দুই চরমপন্থী সমাজকে এ যুগে কে জানাইয়াছেন ?

ফল্গুত্যাগীর জড়ত্যাগ ও ভগবদ্ভক্তের যুক্তবৈরাগ্য

যাঁহারা আপনাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের জড়ত্যাগ, আর ভগবানের সেবকগণের যুক্ত-বৈরাগ্যের মধ্যে কত তফাৎ,—একটা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি

গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং” হইয়া ত্যাগ করিবার চেষ্টা, আর একটা “আমি ভোগী বা ত্যাগী নাহি, আমি বদ্ধ বা মুক্তিকামী নহি”—এই বিচারে ভগবানের কেবল সেবায়, চেতনধর্ম্মে অভিনিবেশ; একটা তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া হইতে জাত ক্রোধ, আর একটা চেতন হইতে প্রকাশিত মূলবস্তুর প্রতি অনুরাগ; একটা কেবল নিষেধ-সূচক, আর একটা বাস্তবতার বিচিত্রতা-মূলক,—এই সকল কথা তথাকথিত ত্যাগের সারকাস্ বা ভেল্‌কীবাজীতে যে জগৎ মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সেই জগৎকে কে জানাইয়াছেন?—কাঁহার বিপ্লবী বাণী ত্যাগের আসুরী মূর্ত্তির আপাত চোখ-ঝল্‌সাইবার শক্তি ও বুদ্ধি মোহিত করিবার ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় গুপ্তরহস্যকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে?

সর্ব্বক্ষণ বিচিত্রতার পক্ষপাতী

কাঁহার আচার-প্রচারে অনুক্ষণ অনন্ত বিচিত্রতার সৌন্দর্য্যরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে? কাঁহার আচরণ এক ঘেয়ে স্তব্ধভাব বা আপাত গতিশীলতার আসুরিকতাকে বিনাশ করিয়া প্রকৃত প্রগতিময়ী বিচিত্রতাকে অনন্ত প্রকারে রূপ দিয়াছে?—অসংখ্যভাবে, অসংখ্যস্থানে, অসংখ্যপাত্রে স্ফুরন্ত কালে হরিসেবার নব নবায়মান প্রকার কৌশল ও নৈপুণ্য

জগৎকে কে জানাইয়াছেন? শিল্প, দর্শন, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞানের দান-স্বরূপ নানাপ্রকার যান, বাহন, বিদ্যুৎ, বেতার, বাষ্প—সকল জিনিষই অখিল রসামৃতমূর্ত্তির—পূর্ণতম পুরুষের সেবার আনুকূল্য করিয়া কিরূপে চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারে,—অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সকল স্থান, কাল, পাত্র যদি পূর্ণের সেবা না করে, তাহা হইলে ঐ সকলই যে একান্ত ব্যর্থ হইয়া যায়, অর্থের পরিবর্ত্তে অনর্থই প্রসব করে,—ইহা সমগ্র আচরণে ও অনুশীলনে এ যুগে জগৎকে কে জানাইয়াছেন?

তথাকথিত সমন্বয়বাদের মস্তকে লগুড়াঘাত

১৮০° ডিগ্রিতে যেমন কোনজ হেয়তা নাই, তাহার পরিধি হইতে কেন্দ্রবিন্দুতে যেমন অসংখ্য ব্যাসার্দ্ধ অঙ্কিত হইতে পারে তেম্‌নি অখিলরসামৃত-মূর্ত্তিতে অনন্ত প্রকারের সেবা—সকল জিনিষ, সকল স্থান, সকল কালের দ্বারা সমন্বিত হইতে পারে। এই কথা জগৎকে কে জানাইয়া আত্ম-ভোগপর তথাকথিত সমন্বয়বাদের মস্তকে প্রলম্বাসুরের প্রতি বলদেবের ন্যায় লগুড়াঘাত করিয়াছেন? দরিদ্রতাকে দরিদ্রতার সম্পূর্ণ অভাব-জ্ঞাপক ‘নারায়ণতা’ বলিবার যে কুমেধা,—বদ্ধজীবকে ‘শিব’ বলিয়া জগদ্‌গুরু শিবের অবমাননা করিবার যে প্রবৃত্তি,—ফলভোগপর কর্ম্মকে

অহৈতুকী আত্মবৃত্তির নিজস্ব সেবা-নামের সহিত একাকার বা তদপেক্ষা লঘু করিবার যে চেষ্টা, হরিসেবকে বিষয়-চেষ্টা বা বৃথা সময় নষ্ট করিবার সঙ্গে সমান বলিবার যে দুষ্প্রবৃত্তি গণমেধাকে আক্রমণ করিয়াছে, কাঁহার নির্ভীক হুঙ্কার সেই সকল চিন্তাস্রোতের মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়াছে?

চিন্মাত্রজ্ঞানই কি শেষ কথা? আচার্য্যের আবির্ভাব-তিথিতে ইহাই বড় প্রশ্ন

মানবজাতি কি এতই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে? সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়া যাঁহারা দাবী করেন, তাঁহাদের মেধা কি এতই অসার থাকিবে? কেহ কি আশা করিতে পারেন না,—আচার্য্য যে জিনিষ জগৎকে দান করিতে বসিয়াছেন, মানবসমাজ অন্ততঃ খানিকটা তাহার অনুধাবন করিতে পারিবেন? অনর্থ-উপশমের পরে—স্বাস্থ্য-লাভের পরের অবস্থাটা কি, তাহার ক্রিয়াকলাপ কি, তাহার আলোচনা কি মানবজাতি আদৌ করিবেন না? ব্যারাম ভাল করাটাই কি স্বাস্থ্যলাভের শেষ কথা? স্বাস্থ্যলাভের পরে যদি স্বাস্থ্যবানের মত ক্রিয়াকলাপ, আহার-বিহার না হইল, তবে সেইরূপ স্বাস্থ্যলাভের মৌখিকতা আর অস্বাস্থ্যের সহিত ভেদ কি? কেবল চিন্মাত্র-জ্ঞানই কি শেষ কথা হইবে? পাক করিবার উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালিলে শীত-নিবারণ,

আলোক-প্রাপ্তি প্রভৃতি কার্য্য ত' আনুষঙ্গিকভাবেই হইবে। পাক-কার্য্যই যে আগুন-জ্বালার মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা কি মানব-জাতি বুঝিবে না? চিন্মাত্রজ্ঞান বা জড়জগতের হেয়তা হইতে মুক্তিলাভই শেষ কথা হইতে পারে না তারপরে অনেক অফুরন্ত বৈচিত্র্য আছে—চেতনের রাজ্যে স্বরাটের বিচিত্র-বিলাসের অনেক অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে,—ইহা কি বুদ্ধিমন্ত জনগণ ধরিতে পারিবেন না? এই প্রশ্নটাই আজ আচার্য্যের ঊনষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথিতে হৃদয়ে বড় হইয়া জাগিয়া উঠিতেছে। আমরা এমন সুমহান্ দান-সাগরের একটী বিন্দুও কি আহরণ করিতে পারিব না? এতদিন ধরিয়া যে মহাবদান্যতার সাগর বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া জগৎ প্লাবিত করিতে বসিয়াছে, তাহার সেই উচ্ছলিত অযাচিত দানের এক বিন্দুও কি আমরা মস্তকে বরিয়া লইতে পারিব না?

> "প্রসারিতমহাপ্রেমপীযূষরসসাগরে।
> চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ॥"
> (চৈতন্যচন্দ্রামৃত)

শ্রুতির প্রতি বধিরতা বা আত্মবঞ্চনাই কি তথাকথিত সমন্বয়বাদ নহে?

ওঃ! আমাদের কি দুর্ভেদ্য দুর্ভাগ্যদুর্গ! কি বলীয়সী

মায়া! অযাচিত দান ত' গ্রহণ করিতে পারিলামই না, আবার, বলিতে উদ্যত হইয়াছি,—দাতার যদি সাধ্য থাকে, তবে আমাকে গ্রহণ করাউন্, দেখি? আমি কিন্তু কিছুতেই গ্রহণ করিব না। গ্রহণ না করা বিষয়ে আমার স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-টুকু কিন্তু বেশ আছে। তাহাতে আমার চৈতনধর্ম্মের পরিচালনা খুবই আছে। কিন্তু সত্যগ্রহণ-বিষয়ে আমি জড় সাজিয়াছি। অস্বতন্ত্রের অভিনয়কারী মানবজাতি! ইহাই কি তোমার চতুরতা?—না ইহা তোমার আত্মবঞ্চনা? কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিয়া তুমি যে জিতিয়াছ মনে করিতেছ, তাহা কি তোমার অধিকতর পরাজয় নহে? ইহা কি তথাকথিত সমন্বয়বাদীর দৃপ্ত অহমিকায় মত্ত হইয়া শ্রুতির প্রতি বধির কর্ণ-প্রেরণ নহে?

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

—কঠে

"যস্য দেব পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

—শ্বেতাশ্বতরে

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং"

—গীতায়

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"

—ছান্দোগ্যে

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"

—ছান্দোগ্যে

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

—গীতায়

আধ্যক্ষিকের ঔদ্ধত্য

প্রণিপাত না করিয়া—সেবা না করিয়া—পরিপ্রশ্ন না করিয়াই আচার্য্যকে দৃপ্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত বা উদ্ধত হইয়াছি,—"আমি যেখানে আছি সেখানেই, থাকিব, আপনার কিছু শক্তি আছে কি? আপনি কিছু পাইয়াছেন কি? যদি পাইয়া থাকেন, তবে আমাকে তাহা দেখাইতে পারেন কি? যদি আমার প্রত্যক্ষ ভোগপরায়ণ ইন্দ্রিয়ের নিকট তাহা প্রকাশ করিতে না পারেন, তবে জানিব আপনার কোন শক্তি নাই।"

সমন্বয়বাদীর বা বঞ্চকের বঞ্চনা

যদি এখানে কোন apotheosisএর নায়ক বা তথা-কথিত সমন্বয়বাদী সাধু-গুরুর সজ্জায় উপস্থিত হন, তবে ঐ

ব্যক্তি ঐরূপ উদ্ধত শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—"হাঁ আমি ভগবান্(?) দেখিয়াছি, তোমাকেও দেখাইতে পারি"। "যাঁহাকে দেখাইলেন, তিনি কে? যিনি দেখাইলেন, তিনিই বা কে? যাহা দেখাইলেন, তাহাই বা কি?—এই সকল বিষয়ে কোন বিচার নাই,—আছে কেবল আসুরিক তাণ্ডব। যাহারা চরমে সকলই নির্ব্বিশেষ ঠিক দিয়া রাখিয়াছে, তাহারা মাঝপথে তাহাদের যে-কোন ভোগের পদার্থকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছেন এবং কল্পনা বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চশমায় **ভূতপ্রেত** দেখিয়া ভগবান্ দেখিয়া ফেলিয়াছি মনে করিয়াছেন, এবং ঐরূপ **ভূতপ্রেত দেখাইবার ইন্দ্রজালকেই ভগবান্ দেখাইবার শক্তি বলিয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণ সমাজের নিকট প্রচার করিয়াছেন,** এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তি কখনও বা ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিবার সময় হাত বাঁকাইয়া ফেলিবার মুদ্রা, না হয় দু'চারটী ভাব দেখাইয়া বা নানা-প্রকার বুলির দ্বারা লোকরঞ্জন করিয়া বহির্ম্মুখ গণগড্ডলিকার সংখ্যাধিক্যের প্রশংসা পাইয়াছেন এবং ঐ নজিরে ধর্ম্মাচার্য্য হইবার 'চাপরাস্' পাইয়াছেন বলিয়া প্রচার করিতে বসিয়াছেন। জগৎভরা বহির্ম্মুখ লোকের শতকরা শতজন ব্যক্তি গড্ডলিকাপ্রবাহে তাহা মানিয়া লইতেছে, আর

বাঁশের কঞ্চির আগায় তুলিয়া বগল বাজাইয়া নাচিতেছে, এবং উহাকে 'চাপরাস্ পাওয়া'র আদর্শ প্রতিপন্ন করিয়া শ্রুতির বাণী—শ্রুতির বিচারকে ঐরূপ বলদৃপ্ত গলাবাজির দ্বারা ছাপাইয়া উঠিয়া সংখ্যাধিক্যকে নিজের দলে টানিয়া লইতেছে! সেই সকল লোকবঞ্চক ব্যক্তির কসাইখানার খোয়াড়ে আনীত নিরীহ জীবজগতের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে, সেই মহাপুরুষ আজ উনষষ্টি বৎসরকাল প্রকট-লীলা করিয়া এই জগতে বিচরণ করিতেছেন।

পুরুষোত্তমেই আস্তিকতার বা ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীর আবির্ভাব

'হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ'—উৎকলদেশের পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হইতে সাত্বতবাণী—সনাতনী শ্রৌতবাণী জগতের সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইবে, এই পুরাণ বাণীকে মূর্ত্ত করিয়া এই মহাপুরুষ উনষাট্ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমদেবের শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন প্রদেশে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিস্রোতের পুনঃপ্রবাহের মূল মহাজনের হরিকীর্ত্তনপর গোলোক-গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আজ তাঁহারই উনষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথি।

ভোগ ও ত্যাগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বরূপে হরিসেবাই যথার্থ মুক্তির স্বরূপ

এই জগতের সাহিত্যিক, কবি, সমাজনেতা, কর্ম্মবীর, তপোবীর, যোগবীর, জ্ঞানবীরগণের জগতে অবস্থান হয় তাহাদের নিজের ভোগ,—না হয় তাহাদেরই সমজাতীয় ব্যক্তিগণের ভোগের প্রগতির জন্য, অথবা অতৃপ্ত ক্লেশ-দায়ক ভোগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া শুষ্কত্যাগের পথ প্রদর্শনের জন্য। ইহাই জগতের গতানুগতিক ধারা। যিনি আমাদের আপাত ভোগের পথকে যতটা প্রশস্ত করিয়া দিতে পারেন, আমাদের নিকট টোপটা যত অধিক লোভনীয় করিয়া অগ্রসর করিয়া দিতে পারেন, তাঁহাকে আমরা ততটা সমাজ-বন্ধু, লোকবন্ধু, স্বদেশহিতৈষী বলিয়া বরণ করি। আর ঐরূপ টোপ গিলিয়া আমাদের মধ্যে কোন কোন লোক যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহাদের নিকট হইতে যখন আমরা ত্যাগের কথা শুনি, তখন তাহাও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু সমগ্র মানবজাতির উভয় প্রকার চেষ্টা, ঐ উভয় প্রকার উন্মাদনা বা উত্তেজনা হইতে মুক্তি-প্রদানকেই যিনি মুক্তির স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, সেই ভাগবতধর্ম্ম বা শ্রীচৈতন্যের মূর্ত্ত জীবন যাঁহার চরিত্রের প্রত্যেক আদর্শে প্রকাশিত,

শ্রীচৈতন্যের সেই প্রকাশ-বিগ্রহ মানবজাতিকে ভোগ ও ত্যাগের কবল হইতে মুক্ত করিয়া হরিসেবার অসংখ্য বৈচিত্র্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারই ভুবন-মঙ্গল কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের বাৎসরিক পঞ্জী লইয়া প্রতিবৎসর শ্রীব্যাসপূজার পূজকগণ যে মন্ত্র পাঠ করেন, তাহা সমগ্র চেতনজগতের মনোধর্ম্মের তারক ও প্রকৃত প্রগতির পথের পারক।

গত বৎসর শ্রীব্যাসপূজার পর হইতে প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের সংক্ষিপ্ত পঞ্জী

গত বৎসর সাত্বত আচার্য্যগণের আবির্ভাবস্থলী দাক্ষিণাত্য-প্রদেশের মহানগরী মাদ্রাজে শ্রীব্যাস পূজার কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ মাদ্রাজ নগরীতে অবস্থান করিয়া দাক্ষিণাত্য ও বঙ্গদেশকে যুগপৎ শ্রীচৈতন্যের বাণী শ্রবণ করাইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য-প্রদেশবাসী আচার্য্য-আবির্ভাব-বাসরে যে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন, তদুত্তরে প্রভুপাদ "My Gurupuja" নামক অভিভাষণে 'আমার', 'গুরু' ও 'পূজা' শব্দত্রয়ের মধ্যে জীবজগতের সাধন ও সাধ্য-প্রণালীর সকল চরমকথার সংক্ষিপ্ত দিগ্‌দর্শন করিয়াছিলেন।

গত বৎসরে ব্যাসপূজায় প্রভুপাদের ইংরেজী অভিভাষণের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য

"আমার"

'আমি' বা 'আমার' পদ উত্তম পুরুষের কথা। উত্তমপুরুষের সহিতই পুরুষোত্তম অদ্বয়জ্ঞানের সম্বন্ধ। অদ্বয়জ্ঞানের মধ্যে আপনাকে সংশ্লিষ্ট করিতে না পারিলে 'প্রীতি' বলিয়া কোন ব্যাপার প্রকাশিত হইতে পারে না। 'তুমি' বা 'তিনি' দূরের কথা—অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ নহে। যে ভৃত্য, যে বন্ধু, যে মাতাপিতা, কিংবা যে কান্তা আপনাকে তাঁহার মনিব, তাঁহার সখা, তাঁহার পুত্র বা তাঁহার পতির সঙ্গে গাঢ়প্রীতিতে আপনাকে সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন, তিনি বা তাঁহারাই 'প্রভু', 'সখা', 'পুত্র' ও 'পতি'র সম্বন্ধযুক্ত পদার্থকে 'আমার' বা 'আমাদের' বলিতে পারেন। চাকর মনিবের বাড়ীকে 'আমাদের বাড়ী' বলিতে পারে, কিন্তু বাহিরের খুব বড় লোকও তাহা পারেন না। এই উত্তমপুরুষের বিচার প্রীতির প্রগাঢ়তার মধ্যেই পরম চমৎকারিতার সহিত ফুটিয়া রহিয়াছে। শ্রুতির "অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্র পুরুষোত্তমের প্রতি উত্তম পুরুষের প্রীতির কথা অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানের মধ্যে পুরুষকে সংশ্লিষ্ট করিবার কথা সম্পুটিত করিয়াছেন। এই "অহং

ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্রই শ্রীমন্মহাপ্রভুর "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে।

"গুরু"

গুরুর কথা বর্ণনে শ্রীব্যাসপূজার অভিভাষণে আচার্য্য অস্বচ্ছ (opaque) এবং স্বচ্ছ (transparent) গুরুর কথা বলিয়াছিলেন। অস্বচ্ছ গুরু অখিলরসামৃতমূর্ত্তি পরমপ্রেমময়-বিগ্রহ লীলাপুরুষোত্তমকে দেখিবার পক্ষে মানবজাতির ক্ষুদ্র চক্ষের সম্মুখে আগত একটী stumbling block, আর স্বচ্ছ গুরুর মধ্য দিয়া অখিলরসামৃতমূর্ত্তির শ্রীনাম, শ্রীরূপ, শ্রীগুণ, শ্রীপরিকর ও শ্রীলীলা সম্পূর্ণভাবে দৃষ্ট হন। স্বচ্ছ গুরু পুরুষোত্তমেরই দ্বিতীয় বিগ্রহ। পুরুষোত্তমই তাঁহাকে তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলার সহিত জীবজগতের নিকট দেখাইবার জন্য তাঁহার দ্বিতীয় স্বচ্ছ মূর্ত্তি ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই গুরুর কার্য্য তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের মধ্যদিয়া কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য দর্শন করান'। ঢাকায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে যাঁহারা স্বরূপ-শক্তি ও মায়াশক্তির আদর্শটী দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন। স্বরূপশক্তির মধ্য-দিয়া কৃষ্ণ দেখা যায়। আর স্বরূপ-শক্তির ছায়াস্বরূপা তমোময়ী মূর্ত্তি অস্বচ্ছ বলিয়া জীবচক্ষুর নিকট কৃষ্ণকে আবরণ করে। গুরুর কার্য্য—অসংখ্য আশ্রয়-বিগ্রহ প্রকট করা।

গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" শ্লোকের প্রতিপাদ্য 'কর্ত্তাহং', বিচারে শিষ্যদিগকে ভোগ্যসম্পত্তি জ্ঞান করা গুরুর কার্য্য নহে। গুরুর 'শিষ্য করা' অর্থই একমাত্র বিষয়-কৃষ্ণের কাম-বর্দ্ধনের জন্য তাহার ইন্ধনস্বরূপ অসংখ্য আশ্রয়মূর্ত্তি প্রকাশ করা। এই আশ্রয়মূর্ত্তি সমূহ মুলাশ্রয় গুরুপাদপদ্ম এবং লীলা-পুরুষোত্তম স্বয়ংরূপ বিষয়ের সহিত একসূত্রে গ্রথিত বলিয়া তাঁহারা সকলেই 'আমি বা আমার' অভিমান করিতে পারেন। ইঁহারাই শ্রুতির "অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্র প্রকৃত ভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন। ইঁহারাই প্রকৃত "তৃণাদপি সুনীচ।" শ্রীনাম তাঁহাদেরই নিকট প্রেমের রসময়ী মূর্ত্তি প্রকাশ করেন। ইহাই শ্রীল প্রভুপাদ অভিভাষণ মধ্যে জানাইয়াছিলেন।

"পূজা"

'পূজা' শব্দের কথা বলিতে গিয়া আচার্য্য অর্চ্চন ও ভজনের কথা বলিয়াছেন। সম্ভ্রমের বুদ্ধিতে উপকরণ ও অনুষ্ঠানের দ্বারা যে আরাধনা, তাহাই সাধারণ পূজা বা অর্চ্চনা আর অনুরাগের সহিত মূল আশ্রয়ের অনুগত হইয়া অদ্বয়জ্ঞানের চরণে সাক্ষাদ্ভাবে যে আত্মাঞ্জলি, তাহাই 'ভজন'। এই ভজনই ব্রহ্মসূত্রের চরমসূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"। শব্দ হইতেই অনাবৃত্তি। শ্রীনাম-

ভজন হইতেই জীবের পরমা মুক্তি। সেই নাম-ভজনের দ্বিরাবৃত্ত জয়কার শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু "জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারেবিরমিত-নিজধর্ম্মধ্যানপূজাদিযত্নম্। কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥"—শ্লোকে গান করিয়াছেন। শ্রীরূপ-প্রভুও সেই স্বরাট্ শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রভুর শ্রীচরণ-নখপ্রান্ত নিখিল-শ্রুতির শিরোভাগসমূহের দ্বারা অনুক্ষণ নীরাজিত হইতেছেন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রভুপাদের বঙ্গভাষায় অভিভাষণের মূলকথা

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণ গৌড়দেশ হইতে আচার্য্য-পাদপদ্মে যে অঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন, তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষকের নিকট যে অভিভাষণ প্রেরণ করিয়াছিলেন—যাহা আচার্য্য-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-নাট্যমন্দিরে পঠিত হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুষ্ঠিত ভুবনমঙ্গল সংকীর্ত্তনমহাযজ্ঞে অর্থাৎ একমাত্র বিষয়ের সেবায় যে সকল সুমেধা ব্যক্তি অসংখ্য আশ্রয়রূপে দোহার দিয়াছেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত সেবাপঞ্জীর সহিত আচার্য্যের মনোঽভীষ্টের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। সেই অভিভাষণের আদি-মধ্য-অন্তে এবং সমগ্র স্থানে মহাপ্রভুর একমাত্র অনর্পিতচর

দান—**চেতনের অফুরন্ত বিরহময় ভজনের** কথাটী বৈজয়ন্তীর ন্যায় ফুটিয়া রহিয়াছে।

মানবজাতি কি প্রভুপাদের অন্তরের কথায় প্রবেশ করিবে না?

মানবজাতি এত বাহিরে বাহিরে রহিয়াছে—এত বহির্জ্জগৎ-সর্ব্বস্ব হইয়া তাহাতে মজিয়া রহিয়াছে যে, তাহারা আচার্য্যের সেই পরম ভজন—চেতনের সেই চরম প্রয়োজনের কথা কি ইঙ্গিতেও একটুকু বুঝিয়া লইতে পারিবে? অথবা বুঝিবার মত উপায়ন বা সমিধ্ সংগ্রহে যত্নবিশিষ্ট হইবে?

শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন-বিতরণ

আচার্য্য মানবজাতিকে গৌরসুন্দরের ভজন দান করিতে আসিয়াছেন; লোকদেখান' কৃত্রিম গৌরভজন বা অতিবাড়ী গৌরবাদীর গৌরভজনের কথা নহে। গৌরভজন এমন একটা জিনিষ নহে, যাহাতে ব্যক্তিবিশেষের দরকার আছে, আমার, তাহার বা সকলেরই দরকার নাই। গৌরভজন সকলেরই দরকার,—প্রত্যেক চেতনের প্রয়োজন। আব্রহ্ম-স্তম্ব আপামর সকলেরই একমাত্র প্রয়োজন। তাহা ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গলময় নিত্য প্রয়োজন নাই। এই বাস্তবসত্য-কথা মূঢ়, মুগ্ধ, বাহিরের বিষয়ে অভিনিবিষ্ট উচ্ছৃঙ্খল

সমাজের নিকট গোঁড়ামী বা অতিরঞ্জিত কথা বলিয়া মনে হয়। "সত্যপথ ছাড়া আরও বহুপথ আছে", বহির্ম্মুখতা-রোগের এই সংক্রামক চিন্তাধারা মানবজাতিকে সত্যপথের অদ্বয়ত্ব অস্বীকার করিবার কুপরামর্শ দেয়। এরূপ যুগে—এরূপ ঘনীভূত নাস্তিকতার রাজ্যে আচার্য্য একমাত্র চরম-প্রয়োজনের পরিপূর্ণ পসরা—গৌরভজনের বার্ত্তা লইয়া সকলের দ্বারে করাঘাত করিয়াছেন।

শ্রীগৌরভজন কি?

"গৌরভজন" সম্ভোগের বিপণি নহে, কল্পনা নহে—লোকদেখান' বাহাদুরী নহে—নিজকে প্রচার করিবার ঢাক-ঢোল নহে—বা নিজকে লুকাইয়া রাখিবার ছলনায় আপনাকে অধিকতর প্রচারের গুপ্ত ষড়যন্ত্রও নহে। জীবের ভোগের বা ভোগের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ত্যাগের যতপ্রকার বিচিত্রতা, কলকৌশল মানবজাতি সৃষ্টি বা কল্পনা করিতে পারে, তাহার কোনপ্রকার বিন্দুবিসর্গও গৌরভজনে নাই। আর ঐশ্বর্য্যগন্ধের দ্বারা চেতনের উন্মুক্ত সর্ব্বাঙ্গীন বৃত্তিকে অপরিস্ফুট বা আবৃত রাখিবার যতকিছু কণ্টক আছে, তাহাও গৌরভজনে নাই। ঐশ্বর্য্যগন্ধলেশযুক্ত দ্বারকা হইতে লীলাপুরুষোত্তম অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি রাধানাথ কৃষ্ণকে তাঁহার নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় বিহার-ক্ষেত্র ব্রজে লইয়া গিয়া

কৃষ্ণের পূর্ণতম সুখ-বিধানের চেষ্টাই গৌরভজন। প্রত্যেক স্থানে কুরুক্ষেত্রের উদ্দীপন, প্রত্যেক পাত্রে অনাবৃত দর্শনে গোপীর পরিচারিকার জ্ঞান, প্রত্যেক কালে গোপীর কিঙ্করী-অভিমানে "কোথা কৃষ্ণ মুরলীবদন", "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে"—কৃষ্ণ-মনোহারিণী 'হরা' বা রাধিকার নাথ রাধিকা-রমণের রামনাম, কৃষ্ণনামের উচ্চারণ—আত্মার লালসাময় সম্বোধনপর বিপ্রলম্ভই গৌরভজন। শ্রীমতীর উদ্ধবদর্শনে যে বিপ্রলম্ভ, সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সেই চিত্তবৃত্তিই গৌরভজন। বৃন্দাবন হইতে ব্রজের নিগূঢ় স্থান রাধাকুণ্ডের তটে কৃষ্ণকে লইয়া গিয়া শ্রীমতীর সহিত গোপীনাথের মাধ্যাহ্নিক মিলন করাইবার জন্য চেতন-বৃত্তিতে যে সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা, তাহাই গৌরভজন। ঔদার্য্যসারের মধ্যে মাধুর্য্যরসসার, আবার মাধুর্য্য-সারের মধ্যে ঔদার্য্যসারের বার্ত্তা জগতে প্রকট করাই গৌরভজন-প্রচার। এই প্রচার বর্ত্তমান যুগে—একমাত্র যে আচার্য্যের আদর্শে সহস্রমুখী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—সেই আচার্য্যবর্য্যের আবির্ভাব সার্ব্বজনীন আরাধনার বিষয়। এই আবির্ভাবের আরাধনায় যাঁহাদের চিত্ত পশ্চাতে পড়িয়া থাকিল, তাঁহারা জাগতিক কোন না কোন এক একটী সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া থাকিলেন।

জীবজগতের সঙ্কীর্ণতা ও আচার্য্যের কৃপা

মানব! তোমার ধারণা কত সঙ্কীর্ণ, আর তুমি সেই সঙ্কীর্ণতার 'ভেকের আধুলি' লইয়া উদারতার শেষ-সীমা মধুরিমার পরাকাষ্ঠাকে সঙ্কীর্ণতা মনে করিতেছ! মায়া তোমার উপর কি ইন্দ্রজালই না বিস্তার করিয়াছে! তথাপি পরদুঃখদুঃখী আচার্য্য তোমাকে কল্যাণের দ্বারে আনিবার জন্য কতরকমই না ফাঁদ পাতিতেছেন!

জগতে আচার্য্যের দুই প্রকারে দান

জগতে আমাদের প্রভুবরের দান দুই প্রকার মূর্ত্তিতে প্রকাশিত। একটী তাঁহার নিজ-অন্তরঙ্গ ভজন,—যাঁহাদের অনর্থ সঙ্কুচিত হইয়াছে, তাঁহারাই তাহা ধরিতে পারেন; অর্থাৎ প্রত্যেক স্থানেই কুরুক্ষেত্র প্রকট করান'। ইহা যুদ্ধের কুরুক্ষেত্র নহে—কুরুপক্ষ বা কর্ম্মবাদের পক্ষ যে-স্থানে ধ্বংস হইয়াছে, নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের যে ভূমিকায় ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশিত, সেই কুরুক্ষেত্র হইতে ছুটী করিয়া অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি কৃষ্ণকে তাঁহার নিজস্ব স্থান রাধাকুণ্ডে আনিয়া রাধার সহিত মাধ্যাহ্নিকলীলায় মিলন। এই অন্তরঙ্গ ভজনে সূর্য্য-পূজার ছলনা থাকায় বাহিরের লোক সূর্য্যপূজার অভ্যন্তরের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছে না। আচার্য্যের আর একটী দান—বাহিরের সাধারণের জন্য। তাহা বলদেবের কার্য্য

—কর্ষণ, পারমার্থিক কৃষ্টি Theistic culture—পরমাকর্ষক কৃষ্ণ হইতে মানবজাতিকে যে-সকল মাটিয়া বুদ্ধির বাধা পৃথক্ রাখিতেছে, তাহা দূরীকরণ ; ইহাই বহিরঙ্গ প্রচার।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

অষ্টপঞ্চাশৎ-তম আবির্ভাব-উৎসবের পরে প্রভুপাদ গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবে ভুবনমঙ্গল হরিকীর্ত্তন প্রচার করেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমার উপরাগকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই যোগ গত গৌর-জন্মতিথিতে পুনরায় বিশ্বের দ্বারে অতিথি হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেই সময় হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলকে জানাইয়াছিলেন,—গ্রহণের সময় কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের মতে অশুদ্ধকাল। যে কাল পর্য্যন্ত শ্রীমায়াপুরচন্দ্র ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বাত্ম-স্নপনকারী শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের কথা জগতে প্রচার করেন নাই, সে-কাল পর্য্যন্তই লোকের গ্রহণের সময় স্নান-দানাদি কর্ম্মে আগ্রহ ছিল। উত্তম বস্তু না পাওয়া পর্য্যন্ত লোকের যেমন সামান্য বস্তুতেই রুচি থাকে, ইহাও তদ্রূপ। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনের কথা প্রচার করিবার পর সকল সময়েই সেই হরিসঙ্কীর্ত্তনই বিহিত হইয়াছে। হরিসঙ্কীর্ত্তনকারী ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্বতীর্থে স্নান করিতেছেন।

কেবল বাহ্যস্নান নহে, অন্তর-স্নানও; হরিসঙ্কীর্ত্তনকারীর সেবা করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতেছে।

প্রভুপাদের পত্রাবলী প্রথম খণ্ড ও বক্তৃতাবলী চতুর্থ খণ্ড

গতবৎসর আচার্য্য-আবির্ভাবতিথি ও গৌর-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী প্রথম খণ্ড ও শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী চতুর্থখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভারতের মহানগরীসমূহে শ্রীগৌরজন্মোৎসব

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপায় শ্রীগৌর-জন্মোৎসব বাঙ্গালার জাতীয় পর্ব্বরূপে পরিণত হইয়াছিল। আবার তাঁহারই মনোঽভীষ্টানুসারে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রেরণায় বঙ্গের বাহিরেও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল। গতবৎসর বিশেষ সমারোহে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে, দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে, প্রয়াগে শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠে, কাশী-শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে, নৈমিষারণ্যের পরমহংস-মঠে, কুরুক্ষেত্র-শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে এবং শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলের বিভিন্ন মঠে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

উৎকল ভাষায় “পরমার্থী” পাক্ষিক পত্র ও শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-চরিত

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্টানুসারে উৎকল ভাষায়

"পরমার্থী" নামক একটী অকৈতব পরমার্থ-প্রচারক পাক্ষিক সংবাদ-পত্রও প্রকাশিত হইল। ইংরেজী ভাষায়ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের বিরাট্ লীলা-চরিতের কার্য্য অগ্রসর হইতে থাকিল।

উটকামণ্ড-শৈলে শ্রীচৈতন্যভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপন ও ইংরাজী ভাষায় রায় রামানন্দের জীবন-চরিত্র রচনা এবং অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে এবং কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত মহাগ্রন্থের গৌড়ীয়-ভাষ্য-নির্ম্মাণকার্য্য অগ্রসর করিতে লাগিলেন এবং উটকামণ্ডশৈলে সেই ভাষ্য সম্পূর্ণ করিলেন। উটকামণ্ডশৈলে সপার্ষদে অভিযান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ একদিকে যেমন অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট কৃষ্ণভক্তির পথের বাধক অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি মতবাদ-সমূহকে নিরাস করিতে লাগিলেন, অপর দিকে নিজ-অন্তরঙ্গ-ভজনের গূঢ়কথা-সমূহ শ্রীরায়রামানন্দের জীবনী-আলোচনা ও ইংরেজী ভাষায় শ্রীরামানন্দের চরিত্র-নির্ম্মাণকালে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিলেন।

উটকামণ্ডশৈলে অনুক্ষণ গোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ডের স্মৃতিতে অবগাহন

ভোগী বিলাসিগণ যাহাকে ভোগের ক্ষেত্র, দৈহিক স্বাস্থ্য-বিনোদের স্থান মনে করিয়া থাকে এবং আত্মার অধিকতর অস্বাস্থ্য-আবরণ সংগ্রহ করিয়া লয়, সেখানেও শ্রীল প্রভুপাদ ভজনের চরম কথা শ্রীশ্রীগৌররামানন্দের সংবাদ আলোচনা করিতে করিতে শ্রীরাধাকুণ্ডের মাধ্যাহ্নিক লীলা-অনুসন্ধানের আদর্শ প্রকট করিয়াছেন। উটকা-মণ্ডশৈলে শ্রীচৈতন্যভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্য এবং ইংরেজী ভাষায় রায় রামানন্দ নামক গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

মহীশূর-রাজ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-প্রচারের বৈশিষ্ট্য

মহীশূর জেলার পশ্চিম সীমানায় কেবলাদ্বৈতবাদের গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্থান—শৃঙ্গেরী মঠ। আর তাহারই ঠিক বিপরীত দিকে পূর্ব্ব সীমানায় মূলবগল্ বা শুদ্ধ-দ্বৈতবাদের আচার্য্য দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য শ্রীবাদিরাজ স্বামীর স্থান। এই উভয় চরম-সীমানার মধ্যবর্ত্তী দক্ষিণভাগে মহীশূর নগরী। কেবলাদ্বৈত ও শুদ্ধদ্বৈত—এই চরম পন্থাদ্বয়কে শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মের অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত কিরূপে সমন্বিত করিয়াছিলেন, তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যে মহীশূর-মহারাজের

প্রার্থনার ব্যপদেশে শ্রীল প্রভুপাদ মহীশূর রাজ্যে অভিযান করেন। একদিন ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ঐসকল স্থান দিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শৃঙ্গেরী-মঠে পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেই স্থানে শ্রীচৈতন্য চরণ-চিহ্ন প্রকটিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহীশূর জেলার মধ্য দিয়া মহাপুণ্যা কাবেরী নদী প্রবাহিতা। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—কাবেরী-নদীর জলপানে অমলা বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। কাবেরী মেখলা মহীশূর নগরীতে শ্রীল প্রভুপাদ মহাবদান্য শ্রীগৌর-সুন্দরের বাণী-গঙ্গার প্লাবন আনয়ন করিলেন।

মহীশূরের বিদ্বৎসমাজ-কর্ত্তৃক আচার্য্যের অভিনন্দন ও আচার্য্যের শিক্ষা

মহীশূরের মহামান্য মহারাজ স্বয়ং এবং মহীশূরবাসী অভিজাত-সম্প্রদায় আচার্য্যের বাণী শ্রবণ ও আচার্য্য-অভিনন্দনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। মহীশূর-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ও সংস্কৃত-মহাবিদ্যালয়ের মহামনীষী পণ্ডিতবর্গ ও ছাত্রমণ্ডলী প্রভুপাদকে দেবভাষায় কএকটী অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন। ডাঃ শ্যামশাস্ত্রী প্রমুখ মনীষিগণও প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিয়া সত্যের নূতন আলোক পাইয়াছেন। যাঁহারা শ্রীরূপের "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" ও

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ" শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করেন নাই, তাঁহারা "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য" শ্লোকের তাৎপর্য্য-গ্রহণে যে ভুল করিতে পারেন, তাহা হইতে মানব-জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য—অকৃত্রিম মহামুক্ত নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত সমস্ত বিষয়, সমস্ত প্রতিষ্ঠা, কিরূপে কৃষ্ণসম্বন্ধে নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহার আদর্শস্থাপনের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ মহীশূর-রাজ্যে স্বয়ং হরিকথা প্রচার করিলেন।

কব্বূরে শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীরামানন্দের ভজনকথা-কীর্ত্তন

তৎপরে আন্ধ্র প্রদেশের গোদাবরীতটে শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ-মিলন-স্থান কব্বূরে—যেখানে প্রভুপাদ ইতঃপূর্ব্বে শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীচরণচিহ্ন স্থাপন করিয়াছিলেন—তৎসংলগ্নস্থানে শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তথায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর প্রকাশ করিলেন। গোদাবরী-পুষ্করে সমাগত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন এবং শ্রীগৌরজনের মুখে শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ-সংবাদ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই স্থানে প্রভুপাদ একদিকে যেমন সাধারণের জন্য চৈতন্যশিক্ষা প্রচার, অপরদিকে তেমন গৌরভজন বা নিজ-অন্তরঙ্গ-ভজনের চেষ্টা প্রকট করিলেন।

"রসরাজ মহাভাব—দুই একরূপ"—চিল্লীলা-মিথুনের ঐক্য, ঐক্য হইতে মিথুনত্ব—একটী দান, আর একটী আস্বাদন—একটী শ্রীরাধামাধব-মিলিত তনু, আর একটী শ্রীরাধা-মাধবের যুগলতনু—ঔদার্য্য ও মাধুর্য্যের যে-সকল গূঢ়কথা অনাবৃতচেতন মুক্ত-অবস্থায় অনুভব করেন, তাহা প্রকাশ করিলেন।

প্রভুপাদের কব্বুর হইতে ভুবনেশ্বর, পুরী, আলালনাথে শুভবিজয় ও ক্রমবিকাশময়ী শ্রীহরিভজন-কথা প্রচার

শ্রীচৈতন্যরামানন্দ-মিলনস্থলে জীবজগতের জন্য যে ক্রমবিকাশময়ী চৈতন্যশিক্ষা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই শ্রীল প্রভুপাদ গৌর-রামরায়ের মিলনস্থান হইতে অভিযান করিয়া **ভুবননাথ, জগন্নাথ, আলোয়ারনাথ, গৌড়ীয়ানাথ** বা গোপীনাথের সেবার আদর্শের মধ্যে প্রকট করিলেন।

ভুবনেশ্বরে "ত্রিদণ্ডিমঠ" প্রকাশ

ভুবননাথ বা ভুবনেশ্বরই ক্ষেত্রপাল মহাদেব। একদণ্ডী লিঙ্গায়েতগণ জগতের বিচিত্রতার প্রলয়কারী ভুবননাথকে স্বতন্ত্র-পরমেশ্বর-বিচারে সাময়িক উপাসনার ছলনায় চরমে নিজেরাই 'ভবানীভর্ত্তা' হইয়া যাইতে চাহেন, তাহা অর্জ্জুন-

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ 'অবৈধ পূজা' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই ভুবননাথকে শক্তিমত্তত্ত্ব বিচার না করিয়া 'গোপালিনীশক্তি'রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ এবং তাঁহারই অধস্তন শ্রীধরস্বামিপাদ ভুবননাথকে বিষ্ণুশক্তি জগদ্গুরু বিচার করিয়া কায়মনো-বাক্য শ্রীরুদ্রসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাই ত্রিদণ্ড-গ্রহণ। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হইয়া ত্রিদণ্ডিমঠের পুনরুদ্ধার করিলেন।

পুরুষোত্তম হইতে আস্তিকতার বা ভক্তির আরম্ভ

ভুবননাথের আনুগত্যে ভুবননাথ-নাথ শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথের উপাসনা না হইলে উহা নির্ব্বিশেষভাব-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। চিন্নির্ব্বিশেষ বা আলোকময় ব্রহ্ম, অচিন্নির্ব্বিশেষ বা তমোময় শূন্য—উভয়েই বিকারী রুদ্রের বিকৃত ভাব। চিন্নির্ব্বিশেষের বিচারে রুদ্রদেব বা ভুবন-নাথে শেষ সীমা, আর অচিন্নির্ব্বিশেষের বিচারে বিরজা বা বৈতরণীতে আবদ্ধ হইয়া পড়িবার বুদ্ধি। বৈতরণী বা ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাকিলে পুরুষোত্তমের সেবা আরম্ভ হয় না, এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর বৈতরণী ও ভুবননাথ অতিক্রম করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন করিয়াছিলেন। আর আমাদের আচার্য্যবর্য্য শ্রীপুরুষোত্তমবাদ হইতেই ভক্তিলতার

উদ্‌গম হয়—জানাইবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তমে নিজ-আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম হইতেই সাত্বত-সিদ্ধান্ত প্রকটিত হইয়াছে।

পুরুষোত্তম অপেক্ষা পার্ষদগণের "আলোয়ার-নাথের" সেবায় পূর্ণতা

জগন্নাথের পর আলোয়ারনাথ। 'আলোয়ার' অর্থে—দিব্যসূরি অর্থাৎ নিত্যভগবৎপার্ষদ। কেবল পুরুষোত্তমের সেবায় সেবার পূর্ণতা সাধিত হয় না। পার্ষদগণের সহিত সেবায়ই সেবার পূর্ণতা। পুরুষোত্তমের সেবা হইতেও পুরুষোত্তম-পার্ষদগণের সেবা বড়।

আলোয়ারনাথ দ্বিগুণিত বিপ্রলম্ভের স্থান এবং আলোয়ারনাথে গৌড়ীয়ানাথ ও গোপীনাথ

শ্রীগৌরসুন্দর পুরুষোত্তমে কুরুক্ষেত্র দর্শন করিয়া কৃষ্ণকে ঐশ্বর্য্যধাম হইতে মাধুর্য্যধাম সুন্দরাচল বা বৃন্দাবনে লইয়া গিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম কৃষ্ণবিরহের উদ্দীপনার স্থান, সন্দেহ নাই। কিন্তু আলোয়ারনাথ দ্বিগুণিত কৃষ্ণ-বিরহের উদ্দীপক। চতুর্ভুজ দেখিয়া গোপীর 'কোথা সেই দ্বিভুজ মুরলীবদন'—এই যে দ্বিগুণিত বিপ্রলম্ভ উপস্থিত হয়—মহাপ্রভুর নিজ-জন শ্রীরূপানুগবর্য্য আচার্য্য সেই বিরহময় শ্রীকৃষ্ণভজনের কথাই আলালনাথে প্রকাশ করিলেন।

প্রভুপাদ আলালনাথের উত্তরভাগে গৌড়ীয়ানাথকে প্রকাশ করিলেন। উত্তর অর্থে 'তদুপরি'—'আগে কহ আর'। গৌড়ীয়ানাথই মাধুর্য্য-মূর্ত্তিতে—গোপীনাথ। গোপীনাথই ঔদার্য্যমূর্ত্তিতে—গৌড়ীয়ানাথ।

কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব

ভুবনেশ্বর, পুরী, আলালনাথ ও কটকে হরিকথা-প্রচার ও নিজ-ভজন প্রকট করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের অখিললোক-মঙ্গল ভাগবত-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন।

প্রভুপাদের অভিভাষণ

এ বৎসর শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের বৈশিষ্ট্য শ্রীল প্রভু-পাদের বিভিন্ন অভিভাষণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-মুখে সমাহৃত বিশুদ্ধকৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ 'ব্রহ্মসংহিতা' গ্রন্থের টীকা ও ইংরেজী ভাষায় সানুবাদ-তাৎপর্য্যের প্রচার-মুখে প্রকাশিত হইয়াছে।

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

—শ্রীরূপের এই গৌরপ্রণাম-মন্ত্র-অনুসারে রূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ ইতঃপূর্ব্বে নিজাভিন্ন 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়কে

কলিকাতা-মহানগরীর 'এল্‌বার্ট হল' নামক বক্তৃতাগৃহে মহা-বদান্য **"শ্রীচৈতন্যের দান'**-বিষয়ে বক্তৃতা-প্রদানের শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। গত বৎসরও শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পর-বিদ্যাবিনোদ প্রভুকে কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা—**"শ্রীচৈতন্যের প্রেম"** সম্বন্ধে উক্ত বক্তৃতা-মন্দিরে বক্তৃতা-প্রদানের প্রেরণা ও শক্তি প্রদান করিয়া মহানগরীর শিক্ষিত-সমাজকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। আগামী বৎসর শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবের আগমনীরূপে **"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামই শ্রীকৃষ্ণ"** বিষয়টী বক্তৃতার জন্য সঙ্কলিত হইয়াছে। আগামী বৎসর আচার্য্যের ষষ্টিতম আবির্ভাব-উৎসব।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ, বর্ত্তমানযুগে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একমাত্র সংরক্ষক শ্রীশ্রীমৎ প্রভুপাদ স্বয়ং কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-নাট্যমন্দিরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্ব্বসাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থ প্রথম সপ্তাহে ইংরেজী ভাষায় "Relative Worlds" (পরতন্ত্র জগদ্‌দ্বয়), দ্বিতীয় সপ্তাহে বঙ্গভাষায় "পুরুষার্থ-বিনির্ণয়" এবং তৃতীয় সপ্তাহে পুনরায় ইংরেজী ভাষায় "Vedanta" (বেদান্ত-পরিচয়) সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ শুনিবার জন্য পাশ্চাত্যদেশবাসী মনীষী ও অধ্যাপকবৃন্দ, দাক্ষিণাত্য ও আর্য্যাবর্ত্তবাসী বহু শিক্ষিতব্যক্তি

ও পণ্ডিতবর্গ এবং স্থানীয় অসংখ্য অধিবাসীর সমাগম হইয়াছিল। পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে বলিয়াছিলেন,—কলিকাতার ইতিহাসে এত গভীর পারমার্থিক বিষয় লইয়া সাধারণ্যে বক্তৃতা, তাহাতে এতসংখ্যক লোকের সমাগম এবং তাঁহাদের এরূপ গভীর মনোযোগ-সহকারে শ্রবণের উদাহরণ এই প্রথম।

শ্রীগৌরকিশোর-সমাধি স্থানান্তরিত করণ

বর্ত্তমান মিউনিসিপাল নবদ্বীপ সহর বা কুলিয়ায় আমাদের পরমগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি অবস্থিত ছিল। কুবিষয়ী এবং কপট ব্যবসায়ী প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় সেই নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষের সমাধিকে ভোগ্য সম্পত্তি-জ্ঞানে তচ্চরণে নানা-প্রকার অপরাধ করিতে আরম্ভ করিলে গঙ্গাদেবী সমাধি-রাজকে নিজগর্ভে স্থান-প্রদানের ইঙ্গিত করিলেন। তখন কেহ কেহ বোধ হয় কিছু অন্যাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিয়া সেই সমাধিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা দেখাইয়াছিলেন। তখন কুলিয়ার ধর্ম্মব্যবসায়িগণও প্রতিযোগিতা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং মহাপুরুষের সমাধিকে তাঁহাদের ব্যবসায়ের একটী লোভনীয় পণ্যদ্রব্যে পর্য্যবসিত করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা দেখাইলেন। তখনই শ্রীল প্রভুপাদ নিজ-

গুরুদেবের অপ্রাকৃত সমাধি ঐ সকল অদৈব-প্রকৃতি ব্যক্তি-গণ যাহাতে কোন প্রকারে স্পর্শ করিতেও না পারে, তজ্জন্য শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীধাম-মায়াপুরে আনয়ন করান এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবের পরে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরের অনতিদূরে দক্ষিণ-দিকে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীগুণমঞ্জরীর স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া শ্রীল গৌরকিশোরের সমাধিকুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীমাথুর-মণ্ডলেও শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজের সমাধিকুঞ্জ সংস্থাপনের সঙ্কল্প হইয়াছে।

সাধ্যের কথাকীর্ত্তনে প্রভুপাদের অভিলাষ ও অহৈতুকী কৃপা

জীবের অত্যন্ত ঘনীভূত বহির্ম্মুখী চিত্তবৃত্তি দেখিয়া প্রভুপাদ এযাবৎকাল সাধারণের নিকট দুঃসঙ্গ-পরিবর্জ্জনের উপদেশ, অকৃত্রিম সৎসঙ্গের স্বরূপ-নির্ণয়-ব্যতীত পরম মুক্ত-জীবের সাধ্যসারের কথা অধিক প্রকাশ করেন নাই। "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ"—অথবা ঠাকুর মহাশয়ের—"আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা" —শ্রীমদ্ভাগবতের "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাঽপি হ্যনীশ্বরঃ" প্রভৃতি প্রভূপদেশ লঙ্ঘন করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে যে দুর্গতি হইয়াছে এবং সেই দুর্গতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া জগতের

সামাজিকগণ জীবের সাধ্যসারকে পশু-পক্ষীর কামুকতা হইতেও অধিকতর ঘৃণিত মনে করিতেছে, লোকের সেই ধারণা এবং প্রাকৃত সহজিয়াগণের কবলে পতিত সরল প্রকৃতি ব্যক্তিগণের ভ্রান্তমত পরিবর্ত্তনের জন্য এ যাবৎকাল লোকহিতৈষী আচার্য্য দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের উপদেশই অধিকভাবে কীর্ত্তন করিতেছিলেন। কিন্তু সাধ্যের কথা বিকৃতভাবে প্রচারিত বা সাধ্যসারের কথা একেবারেই অপ্রচারিত থাকিলে জীব উপনিষদের কেবল জড়মাত্র নিরাস দেখিয়া যেরূপ উপনিষদকে নির্ব্বিশেষ মতের প্রতিপাদক শাস্ত্র বুঝিয়া ভুল করিয়া বসিয়াছে, তদ্রূপ আচার্য্যকেও ভুল বুঝিয়া না বসে এবং তাঁহার অহৈতুক দান হইতে বঞ্চিত না হয়, তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবন পরিক্রমার অনুশীলন করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং

"শ্রবণে মথুরা নয়নে মথুরা বদনে মথুরা হৃদয়ে মথুরা।
পুরতো মথুরা পরতো মথুরা মথুরা মথুরা মধুরা মধুরা॥"

—এই বিশুদ্ধ অদ্বয়জ্ঞানময় ভূমিকা মথুরাকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার নিয়ামকত্ব গ্রহণ করিলেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

এ বৎসর শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার অনুশীলন আচার্য্যের একটী অভূতপূর্ব্ব মহাদান। সাধকের অনুশীলনীয় শ্রবণ-

কীর্ত্তনাদি নবধা সাধনভক্তির কথা গৌড়মণ্ডলের অন্তর্গত নবদ্বীপের পরিক্রমায় প্রকাশ করিয়া—প্রবর্ত্তকের অনু-শীলনীয় ভাবভক্তির কথা ক্ষেত্রমণ্ডলে প্রচার করিয়া—সিদ্ধ-গণের অনুশীলনীয় প্রেমভক্তির কথা ব্রজমণ্ডলে অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনের মধ্যে প্রকট করিলেন।

দ্বাদশবনে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবা

শ্রীব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবন দ্বাদশ রসেরই এক একটী পীঠ-স্থান। পঞ্চমুখ্যরস ও সপ্ত গৌণরস অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবারই চমৎকারিতা ও সমন্বয়-সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে পারে। অবতারী শ্রীকৃষ্ণের যে দশ অবতার, তাহাতে ঐশ্বর্য্য-প্রধান দাস্যরসের অনুগত হইয়া এক একটী গৌণরস পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সাহায্য করে মাত্র। কিন্তু ঐশ্বর্য্য-গন্ধহীন গোলোকবৃন্দাবনে যে প্রকোষ্ঠে শান্তরসের অবস্থান, সেই প্রকোষ্ঠেই মুখ্য শান্তরসের অনুগত হইয়া সাতটী গৌণরস, প্রকোষ্ঠান্তরে মুখ্য বিশ্রম্ভপ্রীতি (দাস্য) রসের অনুগত হইয়া সাতটী গৌণরস, অন্য প্রকোষ্ঠে মুখ্য বিশ্রম্ভপ্রেয় রসের (সখ্য) পুষ্টিবিধানের জন্য সাতটী গৌণরস, অপর প্রকোষ্ঠে মুখ্য বিশ্রম্ভ বাৎসল্যরসের পুষ্টিসাধনের জন্য সাতটী গৌণরস এবং প্রকোষ্ঠান্তরে মুখ্য কান্তরসের পুষ্টিবিধানের জন্য সাতটী গৌণরস নিযুক্ত হইয়া অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবা

করে। ইহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সেবায়ই সম্ভব। মধুর রসে অখিলরসামৃতমূর্ত্তির পূর্ণতম চমৎকারিতা প্রকাশিত হয়। বাৎসল্যরস পর্য্যন্ত রসাভাস লক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু শ্রীমতীর নিকট সমস্ত রসই সর্ব্বক্ষণ সুন্দরভাবে সমন্বিত হইয়া থাকে।

১৮০° ডিগ্রিতে কোণজ সঙ্কীর্ণতা না থাকিলেও তাহা অর্দ্ধগোলোক-মাত্র, পূর্ণগোলোক নহে। তাহা নারায়ণের ঐশ্বর্য্য-ধারণা। কিন্তু ৩৬০° ডিগ্রি পূর্ণ গোলোক। তাহাই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় কেন্দ্রীভূত দ্বাদশ রসের যুগপৎ অবস্থান-ক্ষেত্র।

মাথুরমণ্ডলে কার্ত্তিকব্রত

রসের বিকৃতি, রসের বিরোধ, রসাভাস এবং কৃষ্ণ-ভজনের প্রতি নানাপ্রকার উৎপাত অঘ-বক-পূতনার প্রতীক হইয়া শ্রীব্রজমণ্ডলকে লোকলোচনের নিকট আচ্ছন্ন করিতেছে দেখিয়া শ্রীরূপানুগবর্য্য দ্বাদশবনের চমৎকারিতা পুনঃ প্রচারের জন্য—সুকৃতিমন্ত ব্যক্তিগণের নিকট ভক্তি-সদাচার পুনঃ সংস্থাপনের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর যে সময়ে ব্রজপরিক্রমা করিয়াছিলেন, সেই দামোদর মাসে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা প্রকাশ করিলেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরভাগস্থ ললিতাকুণ্ডের তীরে অবস্থান ও শ্রীরাধাকুণ্ড-মহিমা কীর্ত্তন

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমাকালে শ্রীরাধাকুণ্ড-তটের উত্তর-ভাগে শ্রীললিতাকুণ্ডের তীরে ত্রিরাত্র-বাসের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া অনুক্ষণ শ্রীরাধাকুণ্ডের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহিমা কীর্ত্তন, শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর সমাধির সম্মুখে শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক ও শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি সংকীর্ত্তন, শ্রীরাধা-কুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সন্ধিস্থলে শ্রীব্রজবাসিগণের নিকট শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃত ব্যাখ্যা ও অভিভাষণ প্রদান করেন।

রূপানুগবর আচার্য্যের মুখে শ্রীরূপের উপদেশামৃতের ব্যাখ্যা, অকৃত্রিম শ্রীরূপানুগভজনের বাস্তবতা ও চমৎ-কারিতার কথা শ্রবণ করিয়া ব্রজবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ গোস্বামিগণ, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু প্রমুখ আচার্য্য-গণের অপ্রকটের পরে শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যের আগমনে শ্রীরাধাকুণ্ডের শোভা পুনঃ সম্প্রকাশিত ও উজ্জ্বল হইল, ইহা ব্রজবাসিগণ সম্মিলিতকণ্ঠে জানাইয়াছিলেন।

সূর্য্যকুণ্ডে ও কাম্যবনে সশিষ্য শ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভুর সমাধি-আবিষ্কার

শ্রীব্রজপরিক্রমাকালে সূর্য্যকুণ্ডের তীরে শ্রীভাগবতদাস

গোস্বামী ও তদীয় গুরুদেব শ্রীমধুসূদনদাস গোস্বামী মহা-রাজের সমাধির আবিষ্কার এবং কাম্যবনে শ্রীকুণ্ডের তটে শ্রীরাধারসসুধানিধিবিতরণকারী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের (প্রকাশানন্দ নহে) ভজনস্থলীর অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ব্রজমণ্ডলে আনুকরণিক সাম্প্রদায়িকতা-দর্শনে দুঃখ-প্রকাশ

ব্রজের সর্ব্বত্র গৌড়ীয়গণের অবৈধ অনুকরণ করিয়া তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য যেরূপ কএকটী আনুকরণিক-সম্প্রদায় অনর্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়া-ছিলেন,—"আমার প্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের দ্বারা প্রকাশিত ব্রজের শোভা ও ব্রজের নির্ম্মল ভজন কপটতা-দ্বারা আবৃত করিবার জন্য যে-সকল আনুকরণিক সম্প্রদায় লোকের উপর অবৈধভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহাদিগের কপটতার বিরুদ্ধে অভিযান করিবার একটীও লোক নাই! ইহা কি দুঃখের কথা! ইহার কারণ, গৌড়ীয়-নামধারিগণের নির্জ্জন ভজনের ছলনায় হরিকথা-শ্রবণে উদাসীনতা; গৌর-নিত্যানন্দের সেবাকে বিষয়-কার্য্যের অন্যতমরূপে ধারণা; দুঃসঙ্গবর্জ্জনের উপদেশকে 'পরচর্চ্চা,' 'পরনিন্দা' বলিয়া ভ্রান্তি; সৎসঙ্গের আদর্শ বা কৃষ্ণের পক্ষসমর্থনকে 'সাম্প্রদায়িকতা,' 'সঙ্কীর্ণতা' বলিয়া কল্পনা এবং বহির্ম্মুখ বহুর পক্ষসমর্থনকে 'উদারতা' বলিয়া ভাবনা; কীর্ত্তন-প্রচারকে বিষয় ও প্রতিষ্ঠা-সন্তার বলিয়া দোষারোপ করিয়া অধিকতর প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠা

ও গোপনে কুবিষয়-সংগ্রহ; কীর্ত্তন ছাড়িয়া—নাম-কীর্ত্তন বাদ দিয়া স্মরণের অভিনয় অর্থাৎ কৃষ্ণকে ছাড়িয়া, কৃষ্ণ-স্মরণের কৃত্রিম চেষ্টা; কল্পনা করিয়া মঞ্জরী, সখী প্রভৃতি ভাবনা,—ইহা পঞ্চোপাসক বা নির্ব্বিশেষবাদিগণেরই ন্যূনাধিক বিকৃত সংস্করণ। একদিকে অর্চ্চন-অপরাধের অভিনয়, আর অপরদিকে মহামুক্তগণের লীলা-স্মরণের বিকৃত অনুকরণ,—ইহাতেই ফল-সব উল্টা হইয়াছে। শ্রীরূপ-সনাতন যে ভক্তিসদাচার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই সকল কথা যমুনার জলে ভাসাইয়া দিয়া কৃত্রিমতার ব্যবসায়িগণ একেবারে দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছেন। কেবল কল্পনা-প্রসূত কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠান, দৈহিক ক্রিয়াকলাপ এবং প্রচ্ছন্নভাবে বিষয়-ভোগের ও ত্যাগের প্রবৃত্তি অঘ-বক-পূতনার অধস্তনরূপে ঐ সকল হরিকথাবর্জ্জনকারীর ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে, তাহাদের পাল্লায় পড়িয়া উহারা প্রকৃত রূপানুগজনগণের সংপরামর্শকে 'নিন্দা' ও মঙ্গলাভিলাষীকে 'শত্রু' ভাবিতেছে। এই সকল কথা প্রভুপাদ এবার ব্রজের বনে বনে সকলের কাছে ব্রজবুলি, হিন্দি, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরেজী উর্দ্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় নিজে বলিয়াছেন এবং অনুগতজনের দ্বারা প্রচার করাইয়াছেন। শ্রীমথুরায়, শ্রীরাধাকুণ্ডে, শ্রীবর্ষাণায়, শ্রীগোবর্দ্ধনে, শ্রীকাম্যবনে, শ্রীবৃন্দাবনে উচ্চরবে বহুলোকের সমক্ষে এই সকল কথা অনুক্ষণ কীর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রভুপাদ যাহাদের ঐকান্তিক মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাহাদের নিকট যেন ঢেঁট্‌ড়া পিটাইয়া এই সকল কথা জানাইয়া দিয়াছেন,—"মহাপ্রভুর কথা গ্রহণ কর, শ্রীরূপের উপদেশামৃত পান কর, শ্রবণের পথ বরণ কর, অকৃত্রিম রূপানুগের পাদপদ্ম আশ্রয়

কর, কাল্পনিক ভজন করিও না, ইচড়ে-পাকামি করিও না, অনধিকার-চর্চ্চা করিও না, কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করিও না, শ্রীনাম ছাড়িয়া লীলা-স্মরণের কপটতা দেখাইও না,—বঞ্চিত হইবে।"

মুক্তপুরুষগণের সাধ্যসারের কথা কীর্ত্তন

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমথুরায়, শ্রীরাধাকুণ্ডতটে, শ্রীযাবটে, শ্রীকাম্যবনে, শ্রীবর্ষাণে ও শ্রীব্রজের বনে বনে মুক্তপুরুষগণের সিদ্ধি ও সাধ্যসারের চরম কথাসমূহ কৃপাপূর্ব্বক নিজ-জন-গণের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীধামবৃন্দাবনে শ্রীল গৌরকিশোর-বিরহ-উৎসব

শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমার পূর্ণাহুতি শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-উৎসবের সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীহরিদ্বারে শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ

শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমার শেষভাগে শ্রীল প্রভুপাদ হিমালয়-দুহিতার তটস্থিত শ্রীহরিদ্বার-শ্রীমায়াপুরে শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়-মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরের অপর একটী সংস্থানই হরিদ্বার-মায়াপুর। ইহা সপ্ত মোক্ষদা-পুরীর অন্যতম বলিয়া সাধারণ কর্ম্মী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের নিকট পরিচিত। কিন্তু কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের বন্ধ ও মোক্ষের ধারণা হইতে মুক্তিই শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত মুক্তি—ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত মুক্তি—বেদান্তের প্রতিপাদ্য মুক্তি।

নিত্যসিদ্ধ আত্মার হরিসেবাই পরমা-মুক্তি। ইহাই শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বাণী।

ইংরেজী ভাষায় "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" গ্রন্থ ও আসামী ভাষায় "কীর্ত্তন" পত্র

বিগতবর্ষে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তাঁহার লেখনীনিঃসৃত কএকটী ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং প্রভুপাদের শিক্ষা-দীক্ষায় অনুপ্রাণিত একজন ব্যাসপূজার আদর্শ পুরোহিত অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য এম. এ মহোদয়ের অবিশ্রান্ত গুরুসেবার ফলস্বরূপ ইংরেজী ভাষায় "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামক শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতগাথাপূর্ণ এবং নানা শ্রৌতসিদ্ধান্ত-শোভিত একটী বিরাট্ গ্রন্থের প্রথম ভাগ অতি সত্বরই মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত হইতেছেন। বিভিন্ন ভাষার ছয়খানি পারমার্থিক পত্রের অন্যতম হইয়া আসামী ভাষায় "কীর্ত্তন" নামক একটী পারমার্থিক মাসিক পত্র শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত শ্রীপাদ নিমানন্দদাস সেবাতীর্থ বি, এজি, বি,টি, মহোদয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইতেছেন।

বৈজ্ঞানিক দানসমূহকে হরিকথাকীর্ত্তন-প্রচারে নিয়োগ

বিজ্ঞানের দানসমূহ মানবজাতিকে আপাত ভোগের সহায়তা করিয়া বিনাশের পথে অগ্রসর করিয়া দিবার যে ইন্দ্রজাল বুনিয়াছে, সেই বিনাশের জাল হইতে সেবার মুক্ত পথে—হরিকীর্ত্তন-প্রচারের সহায়তায় সমস্ত বিজ্ঞান

নিযুক্ত হইলেই বৈজ্ঞানিক জগতের সার্থকতা ও চরমলাভ, ইহা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে প্রকাশ করিবার জন্য ইতঃপূর্ব্বে স্থল-পথে বাষ্পীয়যান, বৈদ্যুতিক যানসমূহ হরিকথা-প্রচারে নিযুক্ত হইয়াছিল। নদীমাতৃক দেশসমূহে হরিকথা-প্রচারের জন্য এবৎসর বেগবান্ জলযানেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জগতের বহির্ম্মুখ প্রগতি হরিসেবার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া অধিকতর দ্রুতবেগে মানবজগৎকে লইয়া পলায়ন না করে,—এজন্য বৈজ্ঞানিক জগতের আধুনিকত্বকে শ্রীহরি-কীর্ত্তন-প্রচারে নিযুক্ত ও সমন্বিত করিয়া বহির্ম্মুখতা-ব্যাধির চিকিৎসার নানাপ্রকার আয়োজন হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে হয় ত' ভারতীয় জলরাশি এবং সাগর, মহাসাগর অতিক্রম করিয়া জলযান, স্থলযান, এমন কি, ব্যোমযানও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী-বহন-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে। পাশ্চাত্য-প্রদেশে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম প্রচার—করিয়া "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—এই বাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী অচিরেই উড্ডীন হইবে। সকলের নিকট সেই ভাগবতের বাণী—সেই কৈবল্যৈক-প্রয়োজন—একমাত্র প্রয়োজন কেবলাভক্তির কথা গীত হইতে থাকিবে, যে প্রয়োজন বা ফলের কথা ব্রহ্মসূত্রের ফলপাদের উপসংহারে গান করিয়াছেন—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"। শব্দব্রহ্মের বা অপ্রাকৃত শ্রীনামের আবৃত্তি হইতেই অনাবৃত্তি বা প্রকৃত মুক্তি সিদ্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত সিদ্ধির অন্য কোন পথই নাই। ইহাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু, শ্রীরূপ-সনাতন-প্রমুখ গোস্বামিবর্গ এবং আচার্য্যের একমাত্র কথা।

আচার্য্য-পরিচয়

আচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি-পূজার মন্ত্র

আচার্য্যের আবির্ভাব-তিথিতে আচার্য্যের এই গানই আমাদের চেতনকে মুখর করিয়া তুলুক। আমরা সমস্বরে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহার অশোক, অভয় ও অমৃত শ্রীপাদপদ্মে আত্মাঞ্জলি প্রদান করিতে করিতে যেন বলিতে পারি,—

"নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ।
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে।
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥"

৫ গোবিন্দ
৪৪৬ গৌরাব্দ

কলিকাতা
শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ

—o—